

বিধানসভায় সেবাশ্রয় শিবির নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর ‘সেবাশ্রয় শিবিরে ভুল চিকিসায় অঙ্গচ্ছেদের মতো গুরুতর পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে’



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৫ জুলাই : বিধানসভায় সেবাশ্রয় শিবিরকে কেন্দ্র করে একাধিক গুরুতর অভিযোগের কথা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংসদ এলাকায় আয়োজিত সেবাশ্রয় শিবিরগুলিকে ঘিরে চিকিৎসায় গাফিলতি, সরকারি পরিকাঠামোর অপব্যবহার এবং প্রশাসনিক অনিয়মের একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, কয়েকটি সেবাশ্রয় শিবিরে

বিষয়টি তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া অভিযোগ করা হয়েছে যে, কয়েকটি শিবিরে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা করানো হয়েছিল, যা প্রচলিত চিকিৎসা বিধির পরিপন্থী বলে দাবি সরকারের। মুখ্যমন্ত্রীর আরও অভিযোগ, কিছু ক্ষেত্রে সরকারি চিকিৎসকদের চাপ সৃষ্টি করে শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যদিও এই অভিযোগগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রতিক্রিয়া এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, দিলীপ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির একটি গুদামঘরে অভিযান চালিয়ে চিকিৎসার বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ উদ্ধার করা হয়েছে বলে তদন্তকারী সংস্থার প্রাথমিক রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। এই ঘটনাও তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সরকারের পক্ষ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সেবাশ্রয় শিবিরগুলির বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওই শিবিরগুলিতে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে, কতজন সরকারি চিকিৎসককে কাজে লাগানো হয়েছিল এবং সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে তলব করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকেও অবহিত করা হয়েছে। এই বিষয়ে ভারতের পারমাণবিক শক্তি বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রধান সচিবের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে বিধানসভায় জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মৃত্যুঞ্জয় মামলা, এক আইপিএস-সহ ৫ পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ জুলাই : রাজ্যের একাধিক বিতর্কিত পুলিশি ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে বিধানসভায় বড় সিদ্ধান্তের কথা জানানেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কালিয়াগঞ্জে মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের মৃত্যু থেকে শুরু করে কাকদ্বীপের সূর্যনগরে কালী মূর্তি প্রজন্ম ভ্যানে তোলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক পদক্ষেপের ঘোষণা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, অতীতে পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। শনিবার বিধানসভা অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে এক আইপিএস অধিকারিক-সহ পাঁচ পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে পুলিশের কোনও অংশের অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ বা সাধারণ মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ করার ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। কালিয়াগঞ্জের মৃত্যুঞ্জয় বর্মন মামলার প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এক নাবালিকা ছাত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে বিস্ফোড শুরু হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ অভিযান চালায়। সেই সময় মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, বিস্ফোডে অংশ নেওয়ার অভিযোগে গভীর রাতে পুলিশ মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের বাড়িতে যায়। তাঁর অভিযোগ, দরজা খোলার পর পুলিশের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার তদন্তের পর এএসআই মোহাম্মদ হোসেনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে বিধানসভায় জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার কথাও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ক্ষমতায় আসার পর সরকার পুরনো বিভিন্ন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং যেখানে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের পরিবারের পাশে সরকার রয়েছে এবং তাঁর স্বীকে সরকার কাজে যুক্ত করার

কেন্দ্রের লিখিত আশ্বাসে আন্দোলন প্রত্যাহার ককরোচ জনতা পার্টির

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : প্রায় এক মাস ধরে দিল্লির যন্ত্রনমস্তর-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলা আন্দোলনের অবসান ঘটল। কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে লিখিত আশ্বাস পাওয়ার পর আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা করেছে ককরোচ জনতা পার্টি। আন্দোলনকারীদের দাবি, সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে আন্দোলনকারীরা একাধিক দাবি উত্থাপন করেন। এর মধ্যে ছিল তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-যুবদের বিরুদ্ধে কোনও নতুন মামলা না করা এবং ইতিমধ্যে দায়ের হওয়া মামলাগুলি প্রত্যাহার, পাশাপাশি নিট প্রশ্রুফাঁসের ঘটনায় মানসিক অবসাদে আত্মহত্যা করা পড়ুয়াদের পরিবারের জন্য ১ কোটি টাকা করে আর্থিক সহায়তার দাবি। এছাড়াও দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে পাঁচ দফা প্রস্তাব বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়। শনিবার ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর কেন্দ্রের সঙ্গে দ্বিতীয় দফার বৈঠকে বসেন ককরোচ জনতা পার্টির দুই প্রতিনিধি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিং। বৈঠক শেষে সরকারের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি-বিস্ফোডে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ না নেওয়া-নিয়ে লিখিত আশ্বাস দেওয়া হয়। জেপি নাড্ডা জানান, আন্দোলনের জেরে ছাত্র-যুবদের বিরুদ্ধে আর কোনও নতুন আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। পাশাপাশি দিল্লি এবং বিজেপি-শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সব

‘সবকিছু বন্ধ, প্রশ্রুফাঁস নয়’

নিট ইস্যুতে মোদীর ডবল ইঞ্জিন সরকারকে কড়া আক্রমণ রাখল গান্ধীর



নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : নিট পরীক্ষার প্রশ্রুফাঁস ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ফের সর্বব হলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স (প্রাক্তন টুইটার)-এ এক পোস্টে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র কটাক্ষ করেন। আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের দাবির প্রতি সরকার সংবেদনশীল না হয়ে দমনমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। রাহুল গান্ধীর দাবি, নিট প্রশ্রুফাঁসের প্রতিবাদে আন্দোলনরত ছাত্রদের কঠোর কর্তে কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করছে। তাঁর অভিযোগ, বিস্ফোড দমনের নামে রাস্তা বন্ধ করা, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা, দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া এবং সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। কিন্তু এত পদক্ষেপের পরও প্রশ্রুফাঁসের মতো মূল সমস্যার সমাধান করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। এক্স-এ করা নিজের পোস্টে রাহুল লেখেন, বন্ধ করো, রাস্তা বন্ধ করো, দোকান বন্ধ করো, ইন্টারনেট বন্ধ করো, খাবার বন্ধ করো! ছাত্রদের দাবি না মেনে সরকার এই সব নিষ্ঠুর পদক্ষেপ করছে। মোদীজি একটা জিনিসই বন্ধ করতে পারেননি, তা হল প্রশ্রুফাঁস। এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে দাবি করেন, প্রশাসনের সমস্ত মনোযোগ আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে থাকলেও পরীক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা দূর করার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নিট পরীক্ষার প্রশ্রুফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্রছাত্রীদের বিস্ফোড অব্যাহত রয়েছে। পরীক্ষা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর উদ্যোগের দাবিতে আন্দোলন চলছে। এই ইস্যু ঘিরে বিরোধী দলগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সর্বব হয়েছে। রাহুল গান্ধী এর আগেও একাধিকবার অভিযোগ করেছিলেন যে, দেশের যুবসমাজের ভবিষ্য নিয়ে কেন্দ্র সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে না। শনিবারের পোস্টেও তিনি সেই অবস্থানই পুনর্ব্যক্ত করেন এবং সরকারের অগ্রাধিকারের প্রশ্ন তোলেন। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে নিট পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আগেই জানানো হয়েছে। তবে বিরোধীদের অভিযোগ, তদন্তের পাশাপাশি পরীক্ষা ব্যবস্থায় কাঠামোগত সংস্কার জরুরি। নিট প্রশ্রুফাঁস ইস্যু ইতিমধ্যেই জাতীয় রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

মোদি মন্ত্রিসভায় বড় রদবদলের ইঙ্গিত!

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকারের তৃতীয় দফার মেয়াদ দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পর থেকেই মন্ত্রিসভায় বড়সড় রদবদলের জল্পনা তুঙ্গে। বিজেপির সাংগঠনিক পুনর্গঠনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় প্রশাসনেও ব্যাপক পরিবর্তনের প্রস্তুতি চলছে বলে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সেই প্রক্রিয়া কিছুটা পিছিয়ে গেলেও, এক মাসের মধ্যে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদত্যাগে ফের জোরালো হয়েছে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ ও রদবদলের সম্ভাবনা। ফলে প্রশ্ন উঠছে, এবার কি শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের দায়িত্বেও পরিবর্তন আসতে পারে? শুক্রবার কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী রবনীত সিং বিটু পদত্যাগ করেছেন। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর রাজসভার মেয়াদ শেষ হওয়ায় তিনি আর সাংবিধানিকভাবে মন্ত্রিত্ব থাকতে পারেননি। যদিও এই পদত্যাগকে শুধুমাত্র সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার ফল হিসেবে দেখছে না রাজনৈতিক মহল। বরং এর নেপথ্যে রয়েছে বিজেপির দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক কৌশল। রবনীত সিং বিটু একসময় কংগ্রেসের পরিচিত মুখ ছিলেন। পরে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দলের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। যদিও তিনি নির্বাচনে জয়ী হতে পারেননি। এরপর বিজেপি তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জায়গা করে দেয়। কিন্তু রাজ্যসভার বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাঁকে আর পুনরায় মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। ফলে নিয়ম মেনেই তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিতে হয়েছে। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই সিদ্ধান্তের পেছনে আরও বড় পরিকল্পনা রয়েছে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইছে রবনীত সিং বিটু পাঞ্জাবের রাজনীতিতে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিন। আগামী পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তাঁকে অন্যতম মুখ হিসেবে তুলে ধরার পরিকল্পনা করাছে গেরুয়া শিবির। রাজ্যে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার দায়িত্বও তার কাঁধে তুলে দেওয়া হতে পারে বলে দলীয় সূত্রেই ইঙ্গিত। রবনীত সিং বিটুর পদত্যাগের ঠিক এক মাস আগেই একই ধরনের পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জর্জ কুরিয়েনও মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। তাঁর রাজ্যসভার মেয়াদও শেষ হয়েছিল এবং পরে তাঁকে কেরলের রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এরপর ৬-র পাতায়

এই বর্ষায়,
আসুন আমরা একত্রিত হই

ধরন রেইন
ক্যাম্পেইন

শপথ নিন জল
সংরক্ষণের

কারণ আমরা জল ছাড়া বাঁচতে পারি না।

যে কাজগুলো আমাদের করতে হবে

প্রতিটি বাড়ি, সমিতি ও কর্মক্ষেত্রে বৃষ্টির জল সংগ্রহ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ সক্ষম করার জন্য উপযুক্ত স্থানে রিচার্জ পিট ও শ্যাফট স্থাপন করুন এবং অব্যবহৃত বোরওয়েলগুলো মেরামত করুন।

বাওলি, কুপ ও ঐতিহ্যবাহী জলাশয়গুলো পুনরুদ্ধার করে সেগুলোকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলুন।

বর্ষার জল সর্বাধিক সংরক্ষণের জন্য আপনার আশেপাশের পুকুর ও জলাধার থেকে পলি অপসারণ করে জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করুন।

জলাবদ্ধ এলাকাগুলোতে সবুজায়ন বাড়াতে সর্বোচ্চ সংখ্যক বৃক্ষরোপণ নিশ্চিত করুন।

“বৃষ্টি ধরুন-এই অভিযানের মাধ্যমে আমাদের সম্মিলিতভাবে বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা জল বাঁচাতে হবে। আমার বিশেষ আবেদন, সবাই মিলে বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা জল বাঁচান।”

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

CBC 451017/13/001/3/2627

ডোমজুড়ের প্রশস্থ
সাহাপাড়ায় জলাজমিতে
যুবকের দেহ উদ্ধার

দুঃস্বপ্নাবর্ত, নিজস্ব স্বপ্নাবর্তিতা, হাওড়া, ২৫ আগস্ট ২০২৬ খ্রিঃ ভোমজুগের প্রশস্তি
সহায্যার্থে। পৱিতর জলাঞ্জলিত।
যুবকের দেহ উদ্ধার, 'খুন' করে দেওয়া
হাস্যনিবেদ। এলাকাবাসী তীব্র চাঞ্চল্য।
শব্দবিন্যাস দুপুরে এই নির্জন জলাঞ্জলিত।
গাছের ডালে যুবকের শুল্লত দেহ উদ্ধার
হয়ে। এটি 'খুন'ের ঘটনা বলে এলাকাবাসী
মাংসেবর দাবি। নির্জন জলাঞ্জলিত।
অজ্ঞাতপরিচয়। গুণিতক গাছের
ডালে শুল্লত বসন্তায় যুবক গাছ। হাস্যনিবেদ
বাসিন্দার জ্ঞানানু, যুবক সম্ভবত 'খুন'ের
প্রমাণ গাছের ডালে সঙ্গে দেহ জলাঞ্জলিত
দেওয়া হয়। এলাকার মাংসভাজ ঘটনায়
যেথেকেই আতঙ্কিত। তাঁদের অভিযোগ,
ডাল প্রায় আড়াই মাস ধরে সেখানে
রাখাশক্তি খাড়া। রাখায় আলো নেই।
এরই মধ্যে এই 'খুন'ের ঘটনা। এনির্জন
খার পরে পুলিশ আসে। দেহটি
উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার
তদন্ত শুরু হয়েছে।

জায়গা জাম নিয়ে
মারপিঠের ঘটনায়
গ্রেপ্তার দুই

শুভ্রস্বর্ভা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৫ জুলাই ২০২৬ঃ জয়গা
পুলিশ নিয়ে যাই প্রতিবেশীর মধ্যে
গড়গোলে, বাসা ও মারপিটের ঘটনায়
দুপলক্ষ প্রেফতার দুইজন জয়নগর
পুলিশ ও হানুসী সূত্রে জানা যায়,
জয়নগর থানার শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের
উওরপাড়া নিজ এলাকা থেকে জয়গা
পুলিশ গড়গোলে, বাসা ও মারপিটের
ঘটনা ঘটে শুক্রবার। আর এই ঘটনায়
অভিযোগ করা গড়গোলে ও মারপিটের
অভিযোগের ভিত্তিতে জয়নগর থানার
উওরপাড়া নিজ এলাকা থেকে শুক্রবার
গড়গোল বাবাই সৈখ অরফে রাবাইনুস
সৈখ (৩৬) ও ইসমাইল মোল্লা আরফে
রাজা (৩৬)কে প্রেফতার করা হয়। গত
দুইদিনের বাড়ি জয়নগর থানার শ্রীপুর
গ্রাম পঞ্চায়েতের উওরপাড়া নিজ
গ্রামে। গৃহদেহের শনিবার জয়নগর
থান থেকে বারইপুর মক্কা
আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার
পুলিশ।

মোটরসাইকেল চুরির
অভিযোগে ক্যানিং
থেকে গ্রেফতার তিন

দুর্ভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২২ জুলাই ২০২৬

জয়নগর থানা এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরে মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগ আসছিল পুলিশের কাছে। আর এবার জয়নগর থানার আই সি অমিত হান্দারের নির্দেশে গোপন সূত্রে এই হান্দার পেয়ে মোটরসাইকেল গুপ্ত দস্যু জয়নগর থানার এস আই শান্তনু ব্যাস, এ এম আই বিজ্ঞ জন্ত সারকাও এ এস আই গোপাল দত্ত সহ পুলিশের বিচক্ষণ টিমের তৎপরতায় গত ১৫ ই জুলাই চুরির অভিযোগ থেকে মোটরসাইকেল ফিরিয়ে আনা হয়েছে গোপন সূত্রে জানা গিয়েছে।

জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। গৃহ তিন জন হা-হালান হায়েনা, বাস্তব নকর (২৬), বাড়ি ক্যানি থানার নিকারিয়ারা এলাকায় এবং স্টেট মার্জি (৩০), বাড়ি ক্যানি থানার গোলাবাড়ি এলাকায় গৃহদস্যুর জয়নগর থানা থেকে দুবার বাইপাস মহামা আলাদে দেশ আর পুলিশ হেফাজতে নেয় পুলিশ।

কর তাদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত নেমে এক বিশাল মোটরসাইকেল চুরির চক্রের হিঙ্গল পাওয়া গিয়েছে।

পুলিশ।

১০০ দিনের কাজের
প্রকল্পে অগ্রগতি নতুন
সরকারের, উদ্বোধনের
মধ্য দিয়ে শুরু হয় ১২৫
দিনের কাজ

ভুক্তভাবে, নিজস্ব সংবাদপত্র।
একতাক, ২৫ জুলাই ১৯০৬ খ্রিঃ
এমজিএনআরজিএস এর নাম
পরিবর্তিত হয়ে ভিজিয়ারামজি
প্রশ্নকল্পের আভ্যন্তরীণ নতুন করে ১০০
দিনের কাজ নতুন রূপে ১২৫দিনের
রূপান্তরিত করা। সেই মেতাকের
পূর্ব মেদিনীপুরের পশ্চিমবঙ্গ
হাওর গ্রাম পঞ্চায়েতে ভিজিয়ারামজি
প্রশ্নকল্পের ১২৫দিনের কাজের উদ্দেশ্য
দ্ব্যধন হয়। চারাগড় রোপনের মধ্য
দিয়ে সরকারি প্রশ্বকের কাজের গুরুত্ব
হয়। বিগত সরকারের পাহাড় প্রান্ন
দুর্নীতির ফলে ১০০দিনের কাজ বন্ধ
হয়ে যায়, সেই কারণে হিসেব দিনের
পারেনি তৎকালীন সরকার। রাজ্যের
আধাবাদের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দ্র
অধিকারীর উদ্যোগে প্রান্নমানবিক
ভাবনায় এমজিএনআরজিএস এর
নাম পরিবর্তন করে ভিজিয়ারামজি
নামে ১০০দিনের কাজকে ১২৫দিনের
রূপান্তরিত করা হয়েছে, নতুন করে
একশা দিনের কাজের অগ্রগতি শুরু
হয়। বিজেপির সরকারের আমলে
তাতেই একপ্রকার যুগ্ম সাধারণ মানুষ
কর প্রচেষ্টা করেছিল। একা প্রকার দুর্নীতি
করার প্রচেষ্টা আর হেঁচনা না নতুন করে
বায়োমেট্রিক দিয়ে উপস্থিতি জানান
দিয়ে হবে যারা কাজ করবেন, বিগত
সরকারের আমলে ১০০দিনের কাজ
অন্যের জবকাঁড়ে অন্য কেউ টাকা চুলে
নেওয়ার যে হেঁচনা, বা দুর্নীতি ঘটিয়েছিল
তা আর হেঁচনা না বিজেপি সরকারের
আমলে। একপ্রকার একশা দিনের
কাজ দুর্নীতির করার প্রচেষ্টা পূর্ণপরিপাক
বন্ধ। সুভাষেই উদ্যোগ নিয়েছে
বর্তমান রাজ সরকার। আর তাতেইই
যুগ্ম আমজনতা। ১২৫দিনের কাজের
উদ্দেশ্যেই পূর্ণপরিপাক খুশিতে মিলিত
করা হবে স্বাধীন মানুষজনদের।

কলকাতার ঘিঞ্জি এলাকায় এবার দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা,
চালু হচ্ছে ১০০টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট



মোবাইল মেডিক্যাল টিমের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদেয়া হলো ও নতুন ১০০টি ইউনিট যুক্ত হলো সেই পরিষি আরও বাড়বে। বিশেষ করে বন ও কন্যাসতপিত্রা এলাকার বাসিন্দার। এই ফরমি বচায়েরে বড় উপকৃত হবন মেনে করছেন। মোবাইল দপ্তরে সাধিতরা কাজ। প্রতিটি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটকে আটটি চিকিৎসা সরঞ্জামে সজ্জিত করা হেছে। এই হাফা হাফাটালে থাকবে সেমি অটো অ্যানালজার, সেল কাউন্টার, ইনসিভি, অস্ট্রোসেনোথ্রাফি এবং পোটেন্টাল হাফা হেস্তে প্রেরে সেমি। ফলে সাধারণ যাত্নুকেস্ত্রেমর মনেই একাধিক গুণকৃতপূর্ণীকৃত করছেন সুযোগ। ফলে সাধারণ মানুশ। এই মেডিক্যাল ডানওলিত্রে প্রায় ৩৫০০ রনমেরে পরীক্ষার বচনা থাকবে। হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা, রক্তে শর্করার মাত্রা নির্ণয়,

পঞ্চায়েতে লাগামহীন অনুপস্থিতি রাখতে কড়া পদক্ষেপ,
প্রধান-উপপ্রধানের অনুপস্থিতিতে নিয়োগ হবে প্রশাসক

দুশতাব্দী, নিজের সংবাদপত্র, কলকাতা ১৫ জুলাই ২০১৬ ৪ পৃষ্ঠায়েতে স্তরে প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়ানো এবং দূরীভূত নিয়ন্ত্রণ আরও কড়া পদক্ষেপ নিতে। প্রকাশকে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যেই পঞ্চায়েত আইনে সংশোধনী আনা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আসন্ন দশ গুয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত (সেকেন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিল-এ এলাকিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল, কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকলেই পৈনিকিত্তে প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলানোর জন্য প্রশাসক নিয়োগের ব্যবস্থা প্রস্তাবিত। পঞ্চায়েত বিল বলা হয়েছে, কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধান যদি চান ১৫ দিনের বেশি সময় অনুপস্থিত থাকেন এবং নির্বাচিত প্রশাসনাদের মধ্যে কে দায়িত্ব নিতে আস্তী না হন, তাহলে জনপ্রিয়ভাবে যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রশাসক নিয়োগ করতে পারবে। প্রদেশেও আধিকারিকদের সর্বোচ্চ ৩০ দিনের জন্য প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। সরকারের লক্ষ্য, পঞ্চায়েতের নৈদৈনিক কাজ যাতে কোনওভাবেই থমকে না যায়। কারণ অনেক ক্ষেত্রে প্রধান বা উপপ্রধানের অনুপস্থিতির কারণে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়। নতুন বিলগুলোর মাধ্যমে যেই সমস্যা দূর সামান্যের মধ্যেই হচ্ছে। এছাড়াও সংশোধনী ব্যবস্থা পঞ্চায়েতের বৈঠক সংক্রান্ত নিয়মও পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কোনও উপপ্রধানের অনুপস্থিতির কারণে যদি চান ১৫ মাস গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বৈঠক না হয়, তাহলে সেই বিভাগে অনুমতি দেবে পঞ্চায়েতের সচিব। সচিবকে ডাকতে পারবেন। স্ট্রাইক বিড়কে এগুয়েনেন অফিসার এবং এগুয়েনেন অফিসার ডাকতে পারবেন। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনা এবং প্রশাসনিক কাজের উপর আরও নজরদারি বাড়ানো এই পরিবর্তনগুলি আনা হচ্ছে বলে

পাঁচলার পর জগৎবল্লভপুরেও স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য
করে গুলি, ব্যাগ ছিনতাই করে চম্পট দুষ্কর্তীদের

প্রেমবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৫ জুলাই ২০২৬ : হাওড়ায় ফের দুঃসাহসিক ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পাঁচলার স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার একই ধরনের অপরাধের লক্ষ্যে থাকল জগৎবাগপুর। গুজরাতের জগৎবাগপুরের পাতিহাল হাটতলা এলাকায় এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে গয়নাভর্তি ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় চার দম্ভুতা। গুরুতর আহত ব্যবসায়ীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে তদন্তে নেমেছে জগৎবাগপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত ব্যবসায়ীর নাম পল্লব সাহা। প্রতিনিয়তের মতো গুজরাত দূর প্রায় শ্রীনাগাদ তিনি নিজের দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। দোকানের সামনে বাইকে ওঠার ঠিক সেই সময় আচমকাই একটি মোটরবাইকে চোপে চারজন দম্ভুতা সোপানো হাঙ্গির হয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কোণে কথা না বলেই দম্ভুতাদের একজন বাইক থেকে নেমে ব্যবসায়ীর পায় লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিবর্ষ হয়ে তিনি মাটিতে

পাতকুয়োতে দু' দিন বন্দি থেকে মুক্তি পেয়ে
মায়ের কোলে ফিরে গেলো বনবিড়াল

দুঃস্বভাব্য, অভিজিৎ হাজার, আমতা, হাওড়া, ২৫ জুলাই ২০২৬ ঃ একটি বনবিড়াল (জাঙ্গল ক্যাট) এর শাবক দু' দিন পাতকুয়োটো জল - কাদায় বন্দি থাকার পর মুক্তি পেল এলাকার এক ব্যক্তি এবং এক পরিবেশ কর্মী দম্পতির সহায়তায়। মুমূর্ষু বনবিড়ালীর শাবককে সেবা - শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুললেন হুওয়ার পর পরিবেশ কর্মীরা তাকে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। এই ঘটনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাক্ষী থাকলো গ্রামীন হাওড়া জেলার জয়পুর থানা তথা আমতা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ভাতেরঘা গ্রামের বাসিন্দারা।

পরিবেশ কর্মী, দম্পতির সহায়তায় সুস্থ হয়ে ওঠা বনবিড়াল এর শাবককে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে পেরে উচ্ছসিত দম্পতি, পরিবেশ কর্মীদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, জয়পুর থানা তথা আমতা ২ নং পঞ্চায়েত পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত ভাতেরঘা গ্রামে একটি গ্যাসের অফিসের পাতকুয়োর ফাঁক গলে কোনো ভাবে পড়ে যায় একটি বনবিড়াল এর শাবক। পাতকুয়োটো পড়ে গিয়ে শাবকটি চিংকার করতে থাকে। একদিন হঠাৎই শাবকটির চিংকার শুনেত পান গ্যাস অফিসের কর্মী চিন্তরঞ্জন প্রামাণিক। কিন্তু চিংকারটি শুনেও থাকে আসছে প্রথমে তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ফিরেবের উৎস স্থল অনেক খোঁজাযুজি করে উৎস স্থল খুঁজে পেয়ে, পাতকুয়োর ঢাকনা সরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করে পাতকুয়ো থেকে বনবিড়াল এর শাবককে উদ্ধার করে তুলে আনেন। এর পরই তিনি হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের আমতা ইউনিটের কো-অর্ডিনেটর দীপকর গোড়াডেকো ঘটনাটি জানাবেন ঘটনাটি শুনে দীপকর গোড়েল হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের সাথী সংগঠন উ



ম্যালেয়িয়া শানাকরূণ এবং গর্ভধারণ পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা মিলবে কিনা নতুন। পাশাপাশি প্রসূতি মহিলাদের জন্য আন্তঃসোনোগ্রাফির সুবিধাও রাখা হচ্ছে। জটিল রোগের ক্ষেত্রে রোগীদের দূরের হাসপাতালে ছুঁত হবেন না মোবাইল ইউনিটগুলিতে থাকা টেলিমেডিসিন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ পাবেন রোগীরা। এর ফলে দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। এই প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, তাহরেনা বস্তি এলাকার বহু মানুষ সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা সুযোগ পান না। এর রাজস্ব

দোরগোড়ায় আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পৌঁছে দিয়ে তাদের রোগীরা পরিকাঠামো আরও চাপা করাই আমাদের লক্ষ্য। তা নতুন ১০০টি মোবাইল ইউনিট চালুর উদ্যোগ প্রসঙ্গে আরও এক চিকিৎসক জানান, বস্তির প্রাথমিক মহিলাদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা সবসময়েই বড় চ্যালেঞ্জ। চিকিৎসকদের মতে, বস্তি এলাকার প্রসূতি মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বারবারই বড় চ্যালেঞ্জ। নতুন মোবাইল ইউনিট মেডিক্যাল ইউনিট চালু হলে গর্ভবতী মহিলাদের নিয়মিত পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ আরও বাড়ে। রাজ্যের এই উদ্যোগ শহরের প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নতুন পরিবর্তন আনবে বলেই মনে করছেন আধিকারিকরা।

মোনা গিয়েছে। অন্যদিকে, পঞ্চায়েতের কাজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে জেলা সফর শুরু করতে চলেছেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ বোস। আগামী সপ্তাহে তিনি হাওড়া ও হুগলি সফরে যাবেন। সেখানে বিভিন্ন পঞ্চায়েত আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। আবাস যোজনা, অসুপার্না যোজনা থেকে শুরু করে জিমা জি প্রকল্পের কাজগুলোটা এগিয়ে চা, খতিয়ে দেখবেন মন্ত্রী। সম্ভবিত পঞ্চায়েত স্তরের কাজ নিয়ে একটি ভার্চুয়াল বৈঠক করেছিলেন দিলীপ বোস। সেই বৈঠক রাজ্যের ৩৩৩৯ জন পঞ্চায়েতের প্রধানের মধ্যে ২৬১০ জন উপস্থিতি ছিলেন। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার তিন খণ্ডা অনিয়ম ও গাফিলতের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছেন তিনি। পঞ্চায়েতের স্তরে দীর্ঘদিন ধরে এই জামাওয়া থাকা আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাঁচ বছর বা তার বেশি সময় ধরে একই পদে থাকা চিফ ইঞ্জিনিয়ারদের থেকেও শুরু করে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার স্তরের বহু আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সরকারের বড়বড়, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সচ্ছততা আনতেই এই পদক্ষেপ। এর পাশাপাশি পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনাকেও বড় পরিবর্তনের প্রস্তাব রয়েছে নতুন সংশোধনী বিলে। এতদিন পর্যন্ত পঞ্চায়েতের কর্মদার সইয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন আর্থিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে যে নতুন ব্যবস্থায় সেই কর্মদার পরিবর্তন আনা হচ্ছে। পঞ্চায়েত তহবিল থেকে এগুি দানদের ক্ষেত্রেও এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্টের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব রাখা রয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনী, পঞ্চায়েতের চ্যেক এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং সচিব যৌথভাবে স্বাক্ষর করবে। পাশাপাশি প্রতি মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রধানের পাশাপাশি নির্বাচিকরণ কাছের এগুি প্রোগ্রামার প্রতি দেওয়া হয়েছে এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্টের স্বাক্ষর। রাজ্য সরকারের মতে, এই পরিবর্তনের ফলে পঞ্চায়েতের আর্থিক লেনদেনে আরও সচ্ছততা আসবে এবং কেনাও রানের অসিমেত্রে সুযোগ কমবে। প্রশাসনিক ক্ষমতাও আর্থিক ব্যবস্থানায় নতুন নিয়ম কার্যকর হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ আরও দ্রুত ও শিঘ্র মেনে পরিচালিত হবে বলেই মনে করছেন সরকার।



দুষ্কৃতিদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় নজদাররা বাড়াহা নেই। উল্লেখ্য, কবির মামা নায়েব যে ছোটগর পাঁচালী গায় একে কায়ামা এক খুব বয়সেইছে ভুলি করে। তাঁর ব্যাণ্ড ছিলিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি জগৎবল্লভপুত্রের জায়গা হাজার গ্রামীণ এলাকায় একই ধরনের মামা নতুন করে আঁতড়াচ্ছে।

কি ছড়িয়েছে। একের পর এক স্বর্ষ্য বয়সের মানুষের ঘটনার জটিলতাও পরিহিষ্ট নিয়মে প্রমাণ উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সমাপ্ত দিক নির্ধারণে দেখা হচ্ছে এবং দুষ্কৃতিদের দ্রুত শাস্ত করে থেগেয়ারের লক্ষ্যে তদন্ত।

জৈনাদার করা হয়েছে।

নুটিয়ে পড়তেই তাঁর হাতে থাকা গয়নার
এলাকা ছিনিয়ে নিয়ে মূহুর্তের মধ্যে
এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। অবিস্মরণীয়
বাসাবাদীর আঁচিবৎসর শুনে আশাপাশির
মানুষ ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন
দ্রুত তাঁকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে
যাওয়া হয় কিন্তু পরণে ঘটা
খবর পেয়ে জগৎবাসুপুত্র থানার পুলিশ
ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ
ঘটনাস্থল থেকে একটি আমোয়াস্ত্র উদ্ধার
করলেও বলেও জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থল
পর গোটা এলাকায় তল্লাশি অভিযান
চালালে হয় এবং পালিয়ে যাওয়া

গৃহস্থের বাড়িতে চুরির
অভিযোগে গ্রেফতার
এক জয়নগরে



দুগ্ধভাণ্ডা, নিজস্ব সংবাদদাতা।
জয়নগর, ২৫ জুলাই ২০২৬ঃ গৃহস্থের
বাড়িতে চুরির অভিযোগে প্রেফতার
এক জয়নগরে। বেশ কিছু নিন ধরে
রাজপুত্র করাবেগে পথঘেঁচিয়ে এলাকায়
চুরির ঘটনা দেখে চলায় জয়নগর
থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের
করেন কয়েকজন বক্তা, আর সেই
অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে
জয়নগর থানার রাজপুত্র করাবেগে
পথঘেঁচিয়েতর করওড়াখালি এলাকা
এক থেকে মঙ্গল সেরদার (৩৭) নামে এক
যুবককে প্রেফতার করে জয়নগর থানা
থানায় নিয়ে আসে। গৃহস্থের বাড়ি
জয়নগর থানার কেওড়াখালি গ্রামে
সেই এলাকায় চুরির ঘটনায় যুক্ত হবার
অভিযোগ ছিলো। গৃহকে শনিবার
জয়নগর থানা থেকে রাইদুইয় মক্কা
আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার
পুলিশ।

পথদুর্ঘটনায় আহত
প্রাক্তন বিধায়ক কল্লোল

খা, হাসপাতালে
চিকিৎসাধীন
দুর্ভুক্তবার্ভা, ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ২৫
জুলাই ২০২৬ঃ কলকাতা যাত্রার
পথে পথদুর্ঘটনায় জখম হইলেন
নাশকিশাণ্ডার প্রাক্তন বিধায়ক কল্লোল
ইউ। শনিবার দুপুরে কোতোয়ালি থানার
হাট্টা পল্লীতে ১১ নংর জটীয়া
সড়কে একটি লরির সঙ্গে তাঁর গাড়ির
সংঘর্ষেই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় প্রাক্তন
কলকাতা-সহ গাড়িতে থাকা তিনজন
আহত হয়েছেন। আহত একরাম শেখ
জানান, শনিবার দুপুর ১টা ২০ মিনিট
নাগা হাত তাঁরা নাশকিশাণ্ডা থেকে
কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ইটলা
এলাকা পৌঁছানোর পর একটি লরি
আচমকা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ঘুরে
থাকে। সেই সময় তাঁদের গাড়ির লরির
পিছনে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের অভিঘাতে
গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং গাড়িতে
থাকা সবাইয়ে আহত হন। দুর্ঘটনার পরে
স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত
লাগান। পরে আহতদের শশিনগর
জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
একরাম শেখের দাবি, কল্লোল খাঁর
মাথা, হাত ও পায়ে চোট লেগেছে।
গাড়ির চালকও শনিবারে একাধিক
জাগরণ আঘাত পেয়েছেন। এছাড়া
একরাম শেখের গাড়ির হাত ভেঙে
গিয়েছে এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে
আঘাত রয়েছে। শেষ পাওয়া খবরে
অনুযায়ী শশিনগর জেলা হাসপাতালে
আহতদের চিকিৎসা লাগে। দুর্ঘটনার
পর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে
ঘটনার ভদ্রত শুরু করেছে।

দুর্নীতির অভিযোগে
ধূলাগোড়ী গ্রাম
পঞ্চায়েত প্রধানের
বাড়ি লক্ষ্য করে এবার
'ডিম-থেরাপি'

[illegible]

কলকাতা প্রেস ক্লাবে অভিনবভাবে
প্রকাশিত হলো 'বৈদেহী' নামক
সনাতনী পুস্তক

[illegible]

বারুইপুর পুলিশ জেলাকে
সুরক্ষিত রাখতে মডু সাক্ষর
পাওয়ার গ্রিড ও পুলিশ জেলার



মুসলমান, উদ্ধৃত বন্দোপাধ্যায়, বারুপুত্র, ২৫ জুলাই ২০২৪ ও বারুপুত্র পুঁলিশ জেলাকে সুবিস্তৃত রাখতে এগিয়ে গরক। এবার গ্রামোন্নয়ন ও জনপরিকল্পনামোহে জেনোকে বুদ্ধি পাওয়া নিল পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনে আর ইন্ডিয়া লিমিটেড। কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অধীনে বারুইপুত্রের ১৫টি ওড়ুপুঁথ জায়গায় ওড়ুপুঁথ পুঁলিশ ট্রান্সিভ পয়েন্ট ও ব্যবসেন্দ্রাণী এলাকায় ২০৮টি হাই-ডেফিনিশন সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়ে। বারুইপুত্রের দুর্গম ও নিরাপত্তা নশিত করেইহেৎ সনসেভেতা আয়ক বা মডে স্বাক্ষর করে পাওয়ারগ্রিড চুক্তি অনুযায়ী, দক্ষিণ ২৪ পরগনামা বারুইপুত্র পুঁলিশ জেলার ১৫৬টি জায়গা ট্রান্সিভ পয়েন্ট ও সবেদ্রাণী এলাকায় মডে ২০৮টি হাই-ডেফিনিশন সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এর জন্য খরচ হয়ে প্রায় ১৯.৯৮ লক্ষ টাকা। পাওয়ারগ্রিডের তরফে জানানো হয়েছ, এতে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হই জনগণের নিরাপত্তা বাড়ানো, নগর শৃঙ্খলা রক্ষায় বাহিনীর নজরদারি আরও শক্তিশালী করা এবং আধুনিক নজরদারি পরিকাঠামো তৈরি দেওয়া। ওড়ুপুঁথ এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো ব্যাং উন্নত হওয়ায় নিরাপত্তা ঝুঁকি হতে সাহায্যমিলবে। এলাকার বাসিন্দাদের জন্য আরও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করার সঙ্গত হবে। এই উদ্দেশ্যের মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহরতলী এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে, সাধারণ মানুষের বিশ্বাস বাড়বে। নজরদারি মাধ্যমে প্রশাসনিক শাসন ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে এবং এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিরাপদ পরিবেশে পরিচালিত হতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। এমনি এই মডে স্বাক্ষর করে পাওয়ার গ্রিডের সিলিয়র জেলাবো মনোজোর সদীপ কুমার বারিক এবং বারুইপুত্র পুঁলিশ জেলার পুঁলিশ সুপার ড. আবদুল হুদার আমিন বারুইপুত্র পুঁলিশ সুপারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাওয়ার গ্রিডের চিফ জেনোকে মনোজোর এ. কে. সিং, বারুইপুত্র পুঁলিশ জেলার অতিরিক্ত পুঁলিশ সুপার সৌম্যজিৎ বজ্জা, ডিএসপি অরুণ মুখোপাধ্যায়। পাশাপাশি পাওয়ারগ্রিডের ও বারুইপুত্র পুঁলিশ জেলার অন্যান্য উর্ষোণ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। পাওয়ারগ্রিড জানিয়েছে, তাদের এই উদ্দেশ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণপরিকল্পনামোহে উন্নয়নের প্রতি সংকল্প অঙ্গীকারের প্রতিক্ষণ। নজরদারি ব্যবস্থা, কাউন্সিলিং নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক সুশাসনকে আরও শক্তিশালী করাই এই প্রকল্পের মূল কাজ। বারুই শ্রীই এই কাজ শুরু হবে বারুইপুত্র পুঁলিশ জেলায়।

নবদ্বীপ ব্লাড ব্যাঙ্কে মিলছে না
রক্ত, ভোগান্তিতে রোগীর পরিজন

[illegible]

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরশু্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৩৫ সংখ্যা, রবিবার, ৯ আশ্বণ, ১৪৩৩

‘লাল মন্দির’

এক বিখ্যাত মন্দিরের গল্প বলি, কলকাতার বিখ্যাত বনেদি বাড়ির বিখ্যাত মন্দির। কলকাতা প্রতিটি প্রান্তে ইতিহাস। বিশেষ করে উত্তর কলকাতা জুড়ে। শোভাবাজার চত্বরে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ে শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনের সামনেই মন্দিরটি লাল রঙের এই মন্দিরটিকে সকলে ‘লাল মন্দির’ বলেই ডাকেন। আজও এই মন্দিরে নিতা বোবা চলে মহাউষ্মরে। শোভাবাজার মেট্রোর কাছেই রাস্তার মাঝখানে লাল রঙের এই কালী মন্দির বহু প্রাচীন। এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়,পথ চলতি সকলেই প্রণাম সারেন। মন্দিরের দুই পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে। এই মন্দিরটি যখন তৈরি হয়েছিল, তখন রাস্তা ছিল না। তখন যতীশ্রমোহন অ্যাভিনিউ বা গিরিশ অ্যাভিনিউ তৈরি হয়নি। গনেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ ক্রসিং থেকে ভূপেন বোস অ্যাভিনিউ ক্রসিং পর্যন্ত সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ নামকরণের আগে এই রাস্তার নাম ছিল মহারাজা স্যার নরেন্দ্র কৃষ্ণ দেব স্ট্রিট। বর্তমানে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ রাস্তা দু’ভাগে ভাগ হয়ে নাম হয়েছে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ও যতীশ্র মোহন অ্যাভিনিউ। লাল মন্দিরটি যতীশ্র মোহন অ্যাভিনিউয়ের উপর অবস্থিত। মন্দির পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্টিও রয়েছে। নগর কলকাতার সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে এই মন্দিরের ইতিহাস। অন্তঃতঃ ২৫০ বছর আগে এখানে ছিল একটি মাটির ঘর। সেখানেই তন্ত্র সাধনা করতেন অমরকৃষ্ণ। ক্রমশঃই মন্দিরে জনসমাগম হতে শুরু হয়। অমরকৃষ্ণ ঠাকুর শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বাড়িতে চণ্ডীপাঠ করতেন। তবে অনেকেই বলেন শোভাবাজার রাজবাড়ির মেয়েদের শক্তি আরাধনার জন্য এই মন্দির তৈরি হয়েছিল। এ কথার সত্যতা পাওয়া যায়, কারণ রাজবাড়ির আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণ, সেই জন্য শাক্ত পূজার জন্য মন্দির তৈরি হল বাড়ির বাইরে। জনশ্রুতি রয়েছে, এই মন্দির থেকেই নাকি সুভদ্র পথে রাজবাড়ির অন্দরমহলে চলে যাওয়া যেত। এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রঘু ডাকাতের কাহিনীও। সেই দুর্ধব ডাকাত নাকি একসময় রাজবাড়ির সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে যোগমায়ার মূর্তিটিও ঝুট করে নিয়ে যান। তারপর একটি পুকুরে ফেলে দেন। রাজ নবকৃষ্ণ দেব স্বপ্নাদেশ পেয়ে আবার প্রতিমা তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করেন। কেউ বলেন মন্দিরটি রাজা নবকৃষ্ণ দেব তৈরি করেছিলেন, আবার একদল ঐতিহাসিক বলেন ছোট রাজা কালীকৃষ্ণ মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন। মন্দিরটি তৈরির এক গল্প শোনা যায়, একদিন মধ্যরাত্রে কার্তিক নামের একজন লোক কালী প্রতিমা এনে রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের রাজবাড়ির সামনে পূজা করা শুরু করেন। রাজবাড়ির সামনে এই কালী পূজা কৃষ্ণভক্ত রাজা মেনে নিতে পারেননি, তাই একদিন রাতে তাঁর দারোগ্যানকে বলেন ওই পূজারী এবং তার সাথে তার কালী প্রতিমাকে দূরে সরিয়ে দিতে। সেইদিন রাতে মা কালী রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে আদেশ করেন ওই পূজারী কার্তিক এবং তার প্রতিমাকে ওখানে ফিরিয়ে আনতে ও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে। তাই প্রথম দিকে এই মন্দিরটিকে স্থানীয় লোকেরা ফেলা কার্তিকের মন্দির নামে ডাকতো, কিন্তু পরবর্তীকালে এটি লাল মন্দির নামে পরিচিতি হয়েছে।

সারকারিনা থিয়েটার হল

রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে অবস্থিত একটি থিয়েটার হল। ১৯৭৬ সালে এই মঞ্চের যাত্রা শুরু হয়। এই মঞ্চটি অন্যান্য মঞ্চ থেকে একেবারে আলাদা ছিল। বলতে গেলে বাংলা পেশাদারী নাট্যজগতে এক যুগান্তকারী মঞ্চ। বলা হতো সার্কুলার রিভলভিং এরিনা থিয়েটার। সংক্ষেপে, সারকারিনা। মঞ্চটি ছিল গোলাকার। চতুর্দিকে গোল করে আসন পাতা দর্শকদের জন্য। গোলাকার মঞ্চটি একটি মোটা লোহার রড বা পাইপের ওপর অবস্থিত। একটি দৃশ্যের অভিনয় শেষ হলেই সব আলো নিভে যেত।অন্ধকারে মঞ্চটি নিচে নেমে যেত। নীচটা ছিল পুরো ফাঁকা। আবার সেট, অভিনেতা/ অভিনেত্রী পালটে অন্ধকারেই ওপরে উঠে আসতো মঞ্চটা। জ্বলে উঠতো আলো। শুরু হয়ে যেত পরের দৃশ্যের অভিনয়। খুব কম সময়ের মধ্যেই একতিষ্ঠ ঘটে যেত। দর্শকদের কাছে ছিল পুরো ব্যাপারটাই মজার মননে। চমকে যাওয়ার মতন। আবার কখনো কখনো দর্শকদের মধ্যে থেকেই অভিনেতা/অভিনেত্রীরা হেঁটে প্রবেশ করতেন গোলাকার মঞ্চে, সংলাপ বলতে বলতো। সেটাও ছিলো চমক। বাংলার আর কোনো রঙ্গমঞ্চে এইরকম মঞ্চ ছিল না। রিভলভিং ছিল। কিন্তু এইরকম ভাবে নিচে নেমে যাওয়া বা পনের দৃশ্যের প্রস্তুতি সেয়ে ওপরে উঠে পরের দৃশ্যের অভিনয় শুরু হয়ে যাওয়া এ ব্যাপারে এই মঞ্চই ছিল একমাত্র মঞ্চ। বলা হয়ে থাকে এই মঞ্চ ছিল সেই সময়কার সমগ্র এশিয়ার একমাত্র ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। এই মঞ্চে নাটক দেখার আকর্ষনে গ্রামগঞ্জ থেকে মানুষ ছুটে আসতো। আর মঞ্চের কারসাজি দেখে একদিকে যেমন অবাক হয়ে যেত আবার অন্য দিকে মুগ্ধ হয়েও যেত। শুধু নাটক নয়, মঞ্চও দেখার জন্য ছুটে আসতো মানুষ। এই মঞ্চ বা থিয়েটার হলের প্রাণপূরুষ ছিলেন অমর ঘোষ। যিনি আদতে সেই অর্থে থিয়েটার জগতের মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক। কিন্তু নাটক ছিল তার ধ্যান জ্ঞান। নাটক, মঞ্চ নিয়ে তার স্বপ্ন ছিল অনেক। নতুন কিছু, অভিনব কিছু করার স্বপ্ন। যা দর্শককে মুগ্ধ করবে। তারই ফলশ্রুতি এই সারিকারিনা মঞ্চ। এই মঞ্চের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৭৬ সালে তখন যুগ আসছে নাটক দিয়ে। তারই লেখা, তারই নির্দেশনা। এই মনন সব নাটক লিখতেন বা শুধুমাত্র এই মঞ্চেই অভিনীত হওয়া সম্ভব। যেমন হ্যালো টুমকি, করিৎকর্মার মতন সুপারহিট নাটক। এই মঞ্চে অভিনয় করেছেন উৎপল দত্ত, মাধবী মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষের মতন দিকপাল অভিনেতা অভিনেত্রীরা। এক সময়ে মিস শেফালী এই মঞ্চের সাথে যুক্ত হন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



জীবনকে শক্তিশালী করতে মহামন্ত্র দান করে থাকেন মা’রাইন নাহলে সন্তানরা শক্তি পাবে না। শক্তি পেতে গেলে মাতৃভক্ত

মা সারদা দেবী



মা সারদা দেবী বলতেন, ঈশ্বর আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা চাই। মানবধর্মের জয় চাই। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দেবীর কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। নিজের শক্তিকে জগরিত করতে

হতে হবে। মানব সমাজকে রক্ষা তরত গেলে সেবা করতে গেলে প্রয়োজন মানবিকতা। সেই মানবিকতা আসে মায়ের কাছ থেকে।যিনি মানবিকতা প্রদর্শন করে থাকেন তিনি মহান হয়ে সকলের সামনে উপস্থিত হন। মহান হন বলেই তাঁরা চিরকালই পূজিত হয়ে থাকেন। যারা মাতৃভক্ত তারা জীবনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। দেখা গিয়েছে মাতৃভক্ত সন্তানরা সমাজে মহান হয়েছেন। মায়ের প্রতি ভরসা রাখতে হবে।

হবে। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে পরাজিত করতে হবে। পরাভু করতে হবে অপশক্তিকে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তির উত্থান করতে হবে। যে শক্তি হতে উৎপত্তি সেই শক্তিকে নিজের চলার পাথরে করতে হবে। জগতটি শক্তির উত্থান করতে হবে। দানের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। দান করা পৃথ্য কাজ। যিনি দান করেন তিনি ঈশ্বরের আকাজকে গ্রহণ করেন। তিনি ঈশ্বরের দানকে প্রাপ্ত হবেন। মা কালীর দর্শন তিনি লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি আরও বলতেন, বিশ্বমাতাকে পূজা করতে হবে। বিশ্বমাতাকে আশ্রির্দাদ গ্রহণ করতে হবে। মাকে ভালোবাসতে হবে। মায়ের আশ্রির্বাদ লাভ করতে হবে। যিনি মায়ের আশ্রির্বাদ লাভ কর।

বাংলার নবজাগরণে বিদ্যোৎসাহী রামকমল সেন

রবীন্দ্ৰকুমার শীল
প্রাক কথন-২
যখন ডাক্তার উইলসন ‘জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন’-এর সচিব হলেন তখন রামকমল সহকারী হিসাবে সেই বিভাগে চাকরি করতে শুরু করলেন। ১৮২৪ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের হিসাব রক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন মাসিক ৪০ টাকা মাইনেতে। ১৮২৭ সালে তিনি কলকাতার মিষ্ট-এ কাজে যোগদান করেন। মাসিক বেতন ছিল ২৫০ টাকা।



উপরন্তু ৫ শতাংশ কমিশন। সারা জীবন ধরেই রামকমল কলকাতার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। বহু প্রতিষ্ঠানে কাজ করার ফলে তিনি বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চর করেছিলেন। কর্মক্ষমতাই ঠাকে সাহায্য করেছিল সমাজের উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে। জীবনের শেষ কয়েকটা বছর তিনি আর কোনও প্রতিষ্ঠানের কাজে নিজেকে যুক্ত করেননি। ১৮৪৪ সালে তিনি ব্যাঙ্ক থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দী এবং উনবিংশ শতাব্দীর সংযোগ স্থলে বাংলার রক্ষণশীল সমাজের প্রাণ পুরুষ ছিলেন রামকমল সেন। রক্ষণশীলতা থাকলেও বহু ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া গিয়েছে তিনি উদারপন্থী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৮০৩ সালে ১০ ডিসেম্বর রামকমল কুড়ি বছর বয়সী চন্দ্রমণি দেবীকে বিবাহ করেন। সেই সময়ে রামকমল বাবু কালচাঁর মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। সাহেবদের সঙ্গে বাবসা করে সদ্য ধনী হয়ে উঠা বাবুরা বাবু কালচারে গা ভাসিয়ে দিতে শুরু করে দিয়েছিল। নাচ, গান, বাক্সি এবং সুরা ছিল আশোদ প্রমোদে প্রধান। রামকমল কিন্তু সেই বাবু কালচার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন। তাতে গা ভাসিয়ে দেননি। তাঁর একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল শিক্ষা ব্যবস্থার

উন্নতির পাশা পাশি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসার করাটা কী সম্ভব। বাংলার ভাগ্য ভালো ছিল বলেই সেই সময়ে রামকমলের মতো একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির বাংলায় এসে উপস্থিত হয়ে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে উচ্চ মার্গে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানও স্থাপনও করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চ্যারিটেবল সোসাইটি যেখানে সাধারণ লোকেরা বিনামূল্যে চিকিৎসা পেতে

পেতো। রামকমলের এগারোটি সন্তান ছিল। যথাক্রমে তাঁদের নাম-(১) হরিমোহন (২) পিয়ারিমাহন (৩) নৃতাময়ী (৪) হলধর (৫) সত্যময়ী (৬) বিন্দুময়ী (৭) দুর্গাময়ী (৮) শ্রীধর (৯) বংশীধর (১০) মুরলীধর (১১) তারামা। পুত্র সন্তানদের মধ্যে হলধর (১২) এবং শ্রীধর (১৩) মারা গিয়েছিলেন। রামকমলের উহলে দুইজন কন্যার মন উল্লেখ রয়েছে। তাঁর আরও তিন কন্যার নাম উইলে উল্লেখ নেই। ১৮৪০ সালে রামকমল বলেছেন যে তিনি একটি কন্যাকে হারিয়েছেন। তিনি তিন কন্যা সন্তান এবং দুই পুত্র সন্তানকে হারান।

পিতা গোকুলচন্দ্র সেন বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। রক্ষণশীল বৈষ্ণবী পিতার পথকে অনুসরণ করেছিলেন পুত্র রামকমল। রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে সেই সময়ে ইউরোপীয়ানদের প্রতিষ্ঠানে যুক্ত থেকে রামকমল আপন দক্ষতায় সুনাম অর্জন করেন। কলকাতার শিক্ষিত ইউরোপীয়ানরা রামকমলের উপরে ভরসা করতো। ইউরোপীয়ানরা মনে করতো যে রামকমল ছাড়া তাদের এক পাও চলা যাবে না। সেই কারণে কলকাতার পণ্ডিত সাহেব মহল রামকমলের হাতে কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিত হতে পেরেছে। রামকমল সেই কাজকে নিষ্ঠার সঙ্গে

পালন করে গিয়েছেন। পরিবারের ক্ষেত্রে রামকমল পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে কোনও রকম সহযোগিতা চাইতেন না। পরিবারের মধ্যে থেকে নিজের কাজ নিজেই পালন করতেন। পুত্রবধূ সারদাসুন্দরী লিখেছেন যে শ্বশুরের চাইতেন শ্বশুর রামকমলকে সাহায্য করতে। কিন্তু রামকমল তা করতে দিতেন না। তিনি নিজের খাবার তৈরি করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলে শ্বশুর তা করতেনিষেধ করতেন। নিজের খাবার নিজেই প্রস্তুত করতে। ভাত ও সবজি এবং ভাত ও ডাল খেতে ভালোবাসতেন। তিনি পুরোপুরি হিন্দুস্তানের মতো আহার করতে ভালোবাসতেন। সাহেবদের সঙ্গে থাকলেও তিনি ইউরোপীয়ান খাবার পছন্দ করতেন না। খাদ্য গ্রহণ করার আগে তিনি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতেন। অতি সাধারণ পোশাক পরতেন। কোনও রকম সৌখিনতা তাঁর ছিল না। পরিবারের কোনও সদস্যরাই সৌখিন ছিল না। সাংসারিক দিক দিয়ে রামকমল ছিলেন একনিষ্ঠ। শ্রীতকাল আসলেই তিনি পরিবারের সকলের জন্য আঙুন পোহানোর ব্যবস্থা করে দিতেন। নিজের হাতে চাপাটি তৈরি করে সবাইকে খাওয়াতেন। পরিবারের সকলকে হরেকৃষ্ণ নাম স্মরণ করার কথা বলতেন। পরিবারের ছেলেদের হাতে হরিনাম জপমালা দিয়ে দিতেন। সারদাসুন্দরী তাঁর আত্মজীবনীর পূর্ব কথায় লিখেছেন যে মাত্র নয় বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। ফলে তিনি পিতার বাড়ি তে এক বছর ছিলেন। রামকমল তাঁর হাতে একটি পদ্মসা এসে দিতেন। তিনি পুত্রবধূকে কন্যার মতো ভালোবাসতেন। পুত্রবধূ অসুস্থ হলে তিনি নিজের হাতে করে চা চা এবং গুঁড়ো খাবার নিয়ে এসে দিতেন। তিনি নাতিনাতনিদের ভালোবাসতেন। তিনি বাড়ির মহিলাদের ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে বলতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরের নাম স্মরণ করলেই সব বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। ঈশ্বরের নামগান করতে তিনি সবর হাতে পাঁচালি তুলে দিতেন। দিনে দু’বার ঈশ্বরের নামগান করতে বলতেন। পরিবারের ছোট সদস্য কেশবের হাতে তিনি জপমালা তুলে দিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্রের মা সারদাসুন্দরী লিখেছেন যে তাঁর পুত্র কেশব যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁকে দেখতে এসেছিলেন রামকমল। রামকমল কেশবকে দেখে খুবই খুশি হয়েছিলেন। তিনি সেই সময়ে বলেছিলেন এই শিশু (কেশব) ভবিষ্যতে একজন নামকরা ব্যক্তি হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে। তাঁর কাতই ঠিক হয়েছিল। কেশবচন্দ্র মেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে থাকতেন। রামকমল (ক্রমশঃ)

‘কলকাতার ঐতিহ্যবাহী কৃপাময়ী কালী মন্দির

বেজে দশ। তখনও মন্দিরে তালা মারা। আশেপাশে এমন কাউকে পেলাম না যাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়। মন্দিরে কোনো নোটিশ টাইপেরও কিছু নেই, যেখান থেকে



এই অঞ্চলেরই ছেলে, তাছাড়া ইতিহাস আর ঐতিহ্যপ্রেমী, সুতরাং এই অঞ্চলের অনেক কিছুই ওর নখদর্পনে। নিজেও হাতে সময় পেলে বাজে আড্ডা মেরে সময় নষ্ট না করে নিজের সাইকেলে ঘুরে বেড়ায় বরানগরের এগলি থেকে ওগলি, এঘাট থেকে সেঘাট, এই মন্দির থেকে আর এক মন্দির। আমি কি কি দেখতে চাই তা আগে থেকেই বলা ছিল। আর বলা ছিল আসা যাওয়ার মাঝে, এবং হাতে সময় থাকলে বাড়িতে একটু কিছুই দেখিয়ে দেবে। কি কি দেখেছি তা একটা পোস্টে বলা সম্ভব নয়। তাহলে শুধু একটা নামের তালিকা দিইলেই হয় যেতা। কিন্তু সেটা আমার মনঃপূত নয়। তাই বিভিন্ন চেষ্টেয়েছিলাম এই পোস্টে শ্রীরামকৃষ্ণের দুই মাসির মন্দিরের কথা বলবো। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন না থাকায় এক মাসি মা কৃপাময়ী কালীমায়ের দর্শন পেয়েও ব্রহ্মময়ী কালীমন্দিরে দু’দবার গিয়েও মায়ের দর্শন পেলাম না। দ্বিতীয় বার যখন গিয়েছিলাম তখন ছাডিতে, পাঁচটা

জয়নারায়ন মিত্র নিজ বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হন। তিনি নানা সামাজিক কাজে এবং দান ধ্যানেও প্রচুর অর্থ দান করতেন। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত তাঁর কলকাতার ইতিবৃত্ত বইতে লিখেছেন যে, শোভাবাজারে জয় মিত্রের বাড়ি দুর্গাপূজায় অসংখ্য মহিষ, মাষ ও দুগা বলি হতো। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে তাঁর দুর্গাপূজা বিশাল জাঁকজমকপূর্ণ ভাবেই সম্পন্ন হতো। শোভাবাজার অঞ্চলে তাঁর নামে একটা রাস্তাও আছে।

শোনা যায় এই জয় মিত্রই শ্যামনগরের মূল্যাজড়ের ব্রহ্মময়ী কালীমন্দির দেখেই এখানে (বরানগরে) গঙ্গার ধারে এক সাহেবের কাছ থেকে তিন বিঘা জমি কিনে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ইংরেজি ১৮৫০ সালে, বাংলা ১২৫৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তির দিন।

মন্দিরের ঢোকার মুখেই সিংহদুয়ার। দুপাশের নাতি উঁচু থামের ওপর দুটি সিংহ বসানো আছে। বা দেখলেই মনে সমীহ জাগে। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী নবরত্ন শৈলীতে নির্মিত ত্রিখিলানযুক্ত উঁচু ভিত্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে এই মন্দিরের ছাদ ঢালা রীতির নয়। দালান রীতির। সমতল ছাদের চার কোণায় চারটি পীচাুরীতির চূড়া বা রত্ন রয়েছে। তারপরের ছোট নীচু দালানের ছাদের চারকোণায় আবার চারটি চূড়া বা রত্ন। এবং একদম শীর্ষে একটু উঁচু চূড়া রয়েছে। মন্দিরটির খিলানের ওপর রায়গে পশ্চের গলি। খিলানের ধারেরে রয়েছে সুন্দর কারুকাজ। আর থামগুলো সরু সরু থাম একসাথে বাঁধলে যেমন হয় তেমন আরকি। সামনে বিশাল নাটমন্দির। মন্দিরের সিঁড়ি, মেঝে, নাটমন্দিরের মেঝে মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো। মন্দিরে ত্রিখিলানের পুরী চান্দা অলিন্দ তারপর গর্ভাঘর। গর্ভগৃহের মাঝে একটিই দরজা। দুপাশের দেওয়ালে দুটি নকল দরজার নকশা আছে।

পশ্চিমবঙ্গকে দুর্নীতিমুক্ত করতে উদ্যোগী হন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ

রানা সরকার

ঢাকার জগন্নাথ কলেজের সেই ল্যাবরেটরি থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ;সর্বত্রই তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। রাসায়নে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়া সেই ছাত্রটি যখন ১৯২০ সালে ডি.এসসি ডিগ্রি অর্জন করলেন, তখন তাঁর সামনে খোলা ছিল নিশ্চিত সাফল্যের এক রাজকীয় পথ। কলকাতার তাঁশ্বাল দেউটি অ্যাসেস মাস্টার পদে তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয়। চারদিকে ব্রিটিশ আমলের জাঁকজমক, রাজকীয় পদমর্যাদা আর অচেল সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু তাঁর কানে তখন বাজছিল পরাধীন ভারতের আর্ভনাদ। ১৯২১ সালে সেই নিশ্চিত জীবনের নিরাপত্তা এক লহমায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি। ল্যাবরেটরির টেস্ট টিউব আর টাঁকশালের সোনার মাপকাঠি ছেড়ে তিনি হাতে তুলে নিলেন চরকা আর খন্দর। মেধা যখন নৈতিকতার হাত ধরে, তখন জন্ম নেয় এক অদম্য জেদ। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সেই জেদেরই নাম।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। রাইটাস বিল্ডিংয়ের বারাদ্দায় তখন হোঁচর আলো এসে পড়েছে। ভারত স্বাধীন হয়েছে, আর সেই উত্তাল সময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ‘প্রধানমন্ত্রী’ (তখন এই নামেই অভিহিত হতেন) হিসেবে শপথ নিলেন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তাঁর সামনে তখন এক ছিন্নভিন্ন রাজ্য, দেশভাগের ক্ষত আর প্রশাসনিক অস্থিরতা। কিন্তু একজন বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি জানতেন, কোনো ব্যবহাকে কার্যকর করতে হলে তার ভেতরের জঞ্জাল আগে পরিষ্কার করা দরকার। মহাকর্ষের সেই গুমেটি অন্ধকারে তিনি যে প্রথম অর্ডন্যান্স জারি করেছিলেন, তার লক্ষ্য ছিল দুর্নীতি দমন। তিনি জানতেন, ক্ষমতার আশ্বাদ মানুষের মগজে পচন ধরায়। তাই সবর আগে নিজের ঘর থেকে শুরু করেছিলেন পরিচ্ছন্নতা অভিযান। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত সততা আজও এক লোককথার মতো শোনায়। অফিসিয়াল বাড়িতে নিজের ভাগিকে পর্যন্ত চড়তে দিতেন না তিনি। ক্ষমতার সেই শীর্ষস্থানে বসেও তিনি ছিলেন এক অকৃতদার, নির্লোভ মানুষ। পেনসিলের আঁচড়ে যখন সরকারি ফাইলের ওপর কঠোর নির্দেশ লিখতেন, তখন চারদিকের আমলাতন্ত্র আর ব্যবসারী মহলে হাহাকার পড়ে যেত। তাঁর কলমের এক খোঁচায় উত্তর কলকাতার এক প্রভাবশালী তেল কলের ভেজাল কারবারের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হলো। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি, স্বাধীনতার সেই

নবলগ্নেই দুর্নীতির শিকড় কতটা গভীরে পৌঁছে গিয়েছিল। মাড়োয়ারী লবি আর দিল্লির প্রভাবশালী মহলের তড়িৎবার্তা পৌঁছাতে দেরি হলো না। দিল্লি থেকে নির্দেশ এলো, মাড়োয়ারী সমাজের একজন প্রতিনিধিকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। চাপ এতটাই তীব্র ছিল যে, স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীও সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ছিলেন অন্য ধাতু তে গড়া মানুষ। রাইটাস বিল্ডিংয়ের সেই নিস্তন্ধসদ্বায় যখন লবিস্টদের ভিড় বাড়ছিল, তখন তিনি ছিলে রইলেন। গান্ধীর আদেশে অনুপ্রাণিত হয়েও তাঁর ভুল নির্দেশ মানতে রাজি হলেন তিনি। আদর্শের প্রশ্নে আপোষ করার চেয়ে পদত্যাগ তাঁর কাছে ছিল ঢের বেশি সম্মানের। ১৯৪৮ সালের ১৪ জুনজুই, মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই তিনি ইস্তফা দিলেন। ক্ষমতার সেই গর্দি ছেড়ে দিয়ে আসার সময় তাঁর সাথে ছিল কেবল এক বুক আত্মসন্মান। তবে কেবল প্রশাসনিক দৃঢ়তা নয়, বাংলার সংস্কৃতির সাথে তাঁর নাড়ির টান ছিল অবিচ্ছেদ্য। তাঁরই উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল ‘বাংলা পরিভাষা কমিটি’, যেখানে রাজশেখর বসু ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো মনীষীরা কাজ করেছিলেন। দু-বছরের মধ্যে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে চালুর পরিকল্পনাও ছিল তাঁরই। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিষ্টিটির হাতে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি তুলে দেওয়ার দৈপণ্যেও ছিল তাঁর একান্তিক প্রচেষ্টা। তিনি যখন মহাকর্ষন ছাড়লেন, তখন বাংলা রাজনীতি এক অনন্য অভিভাব কক হারাল। পরবর্তী জীবনে তিনি শ্রীঅরবিন্দ চর্চা আর গ্রন্থ রচনায় নিভুতে সময় কাটিয়েছেন। বিজ্ঞানের সেই ক্ষুরধার মস্তিষ্ক আর গান্ধীর হৃদয়ের এক অদ্ভুত সমন্বয় ছিলেন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। রবার্ট ওপেনহেইমার বা আলবার্ট আইন্সটাইনের সান্নিধ্য লাভ করা এই মানুষটি শেষ জীবনে যখন ১৯৮৩ সালে কলকাতার এক কোণে ৯১ বছর বয়সে চিরবিদায় নিলেন, তখন তাঁর হাতে কোনো বহু ব্যঙ্গ ব্যালপেন ছিল না, ছিল এক নির্মল জীবনের তৃপ্তি। আইনকর এই দ্রুত বদলে যাওয়া রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ডক্টর ঘোষের জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, দেশপ্রেম কেবল যুদ্ধের মর্যাদে বন্দুক ধরা নয়, বরং ক্ষমতার মোহকে জয় করে নিজের দেশের মানুষের কল্যাণে অবিচল থাকার জন্য প্রকৃত বীরত্ব। বাংলার এই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এক নীরব অনুপ্রেরণা হল সততার আলো।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে উন্নতি জন্য এআই প্রযুক্তির খুবই প্রয়োজন

দেবাশিষ সরকার

“আমাদের পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে বলে জানানলেন অর্থমন্ত্রী, ড. স্বপন দাশগুপ্ত। এমসিসিআই এবং বর্তমান জগতে কৃষি অর্থ দান করে। কৃষিকে বাদ দিয়ে যেমন শিল্প অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্তকে গুডেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানোর জন্য একটি অনুষ্ঠানে আয়োজন করেছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিবেজপি সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে



বাংলায় শিল্প স্থাপন করা। বিগত সরকারের আমলে বাংলা থেকে শিল্পকে বাদ করে রাখা হয়েছিল। ফলে বাংলা আর্থিক দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করতে পারেনি। শিল্প উন্নতি লাভ করতে পারেনি। দেশ জুড়ে বর্তমান জগতে কোনও দেশ উন্নত হতে পারে না। কৃষির ওপরে নির্ভর করে কোনও রাজ্য উন্নতি করতে পারে না। তার সঙ্গে শিল্পকে থাকতে হবে। কৃষি এবং শিল্প এক সঙ্গে চললে তবেই রাজ সমৃদ্ধি লাভ করবে বলে বিশ্বাস করেন অর্থ মন্ত্রী। কৃষিকে বাদ দিয়ে যেমন শিল্প নষ্ট। আবার শিল্পকে বাদ দিয়ে কৃষি নয়। বর্তমানে কৃষিতে শিল্প এসে উপস্থিত হয়েছে।

‘বাংলার অর্থনীতির উন্নতির সম্ভাবনা’, সম্পর্কে তাজ বেঙ্গলে এমসিসিআইএর এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজ্যের ভবিষ্যৎ আর্থিক উন্নয়নের বার্তা দেন অর্থমন্ত্রী

উচ্চ ও গভীর প্রযুক্তি শিল্পের জন্য সরকারের আমলে বাংলা থেকে শিল্পকে বাদ করে রাখা হয়েছিল। ফলে বাংলা আর্থিক দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করতে পারেনি। শিল্প উন্নতি লাভ করতে পারেনি। দেশ জুড়ে বর্তমান জগতে কোনও দেশ উন্নত হতে পারে না। কৃষির ওপরে নির্ভর করে কোনও রাজ্য উন্নতি করতে পারে না। তার সঙ্গে শিল্পকে থাকতে হবে। কৃষি এবং শিল্প এক সঙ্গে চললে তবেই রাজ সমৃদ্ধি লাভ করবে বলে বিশ্বাস করেন অর্থ মন্ত্রী। কৃষিকে বাদ দিয়ে যেমন শিল্প নষ্ট। আবার শিল্পকে বাদ দিয়ে কৃষি নয়। বর্তমানে কৃষিতে শিল্প এসে উপস্থিত হয়েছে।

মূর্তি সেতুতে এআই নজরদারি জঙ্গলপথে গাড়ির গতি থেকে প্রতিটি নড়াচড়া রাখতে ‘স্মার্ট চোখ’

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৫ জুলাই : মূর্তি নদীর নতুন সেতুতে ওঠার আগেই সাবধান! এই পথে



সর্বক্ষণ আপনাকে নজরবন্দি রাখা হচ্ছে? ভাবছেন কে নজর রাখছে? চালকদের গতিবিধি ও নজরদারি চালাতে জঙ্গলে এবার বসছে এআই চোখ! উত্তরবঙ্গের পর্যটকদের তুলত প্রিয় গরুমরা বন্যাক্সল সংলগ্ন মূর্তি নদী এলাকা। দীর্ঘ বহু বছর বন্ধ থাকার পর অবশেষে উন্মুক্ত হতে চলেছে মূর্তি নদী সেতু থেকে যুগ্মিয়া মেড পর্যন্ত যাওয়ার বন্ধ প্রতীক্ষিত ঐতিহাসিক জঙ্গল পথটি। তবে সেতুটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হওয়ার

আগেই বন্যপ্রাণী ও জঙ্গল সুরক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ নিল বন দফতর। এখন থেকে এই পুরো জঙ্গল পথ জুড়ে বসতে চলেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নির্ভর অত্যাধুনিক ক্যামেরা। গরুমারা ডিভিশনের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানিয়েছেন, সেতু উদ্বোধনের দিন থেকেই বন দফতরের নিজস্ব উদ্যোগে এই এআই ক্যামেরা প্রযুক্তি সক্রিয় করে দেওয়া হবে। কেনে এই বিশেষ নজরদারি? জানেন? আসলে দীর্ঘদিন রাস্তাটি বন্ধ থাকলেও বন্যপ্রাণীদের চলাচলের স্বাভাবিক রুট বা অভ্যাসের কোনও পরিবর্তন হয়নি। তারা প্রতদিন নিয়ম করে এই রাস্তা দিয়ে পারাপার করে। বন দফতরের প্রাথমিক আশঙ্কা, বহু বছর পর রাস্তাটি খুলে গেলে বন্যপ্রাণীদের ক্ষতি করতে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে ফরে চোরাকারিয়ার। তারা জঙ্গলের আনাচে-কানাচে পেতে রাখতে পারে গাড়ি। পাশাপাশি বোম্বেয়োগা গতিতে ঘাঁড়ি চালানো কিংবা নিয়ম ভেঙে জঙ্গলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ছবি তোলার প্রবণতাও তৈরি

হতে পারে। কীভাবে কাজ করবে এই এআই ক্যামেরা? জানা যাচ্ছে, গাছে বা নির্দিষ্ট সংবেদনশীল স্থানে বসানো এই এআই ক্যামেরাগুলি সাধারণ সিসিটিভির চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী। দ্রুতগামী গাড়ির নম্বর প্লেট স্পষ্ট পড়ার পাশাপাশি গাড়িটির গতিবেগ নির্খুঁতভাবে মাপবে। জঙ্গলপথে কোনও গাড়ি অবৈধপ্রেতভাবে দাঁড়ালে কিংবা কেউ পায়ে হেঁটে জঙ্গলে প্রবেশের চেষ্টা করলে নিমেষেই তার ছবি তুলে নেবে এই ক্যামেরা। মোশন ও ইনফ্রারেড সেন্সরের মাধ্যমে এআই প্রযুক্তি মুহূর্তের মধ্যে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর চলাচলের পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারে। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হল কোনও অনিয়ম বা সন্দেহজনক গতিবিধি ধরা পড়া মাত্রই ক্যামেরা বনকর্মীদের ডিভাইসে তাৎক্ষণিক ‘আলার্ট’ বা সতর্কবার্তা পাঠাবে। প্রযুক্তির এই আধুনিক এআই বর্ষ উত্তরবঙ্গের জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে , এমনটাই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহলা।

রাস্তার বেহাল দশা, বেশ কিছু রাস্তা যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে! খোঁজ নেই পুরপ্রধানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ , ২৫ জুলাই : পুর-প্রধানেরও দেখা মিলছে না। ফলে পুরসভার কাজকর্ম শিথিলে উঠেছে। তার জেরে আরামবাগ শহরে বহু রাস্তাই এখন একেবারেই বেহাল দশা। বেশ কিছু রাস্তা যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। তার জেরে বাড়ছে দুর্ঘটনা। খন্দভরা রাস্তায় চলতে গিয়ে বিকল হয়ে যাচ্ছে যানবাহন। ফলে রোজ দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হচ্ছেন সাধারণ বাসিন্দারা। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, বিধানসভা নির্বাচনের চার মাস আগে থেকেই সব ধরনের উন্নয়নের কাজ বন্ধ রয়েছে। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে প্রায় তিনমাস হতে চলল। কিন্তু আরামবাগ পুরসভা এখনও স্বাভাবিক ছন্দে ফেরেনি। অভিযোগ, অধিকাংশ কাউন্সিলরের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। দেখা নেই পুরপ্রধান সমীর ভাঙুরীরা। ফলে রাস্তা মৃত্যুফাঁদে পরিণত হলেও কারও কাছে নালিশ জানানতে পারছেন না আম নাগরিকরা। পুরসভার আধিকারিকরাও এ নিয়ে গা করছেন না। তার ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিশেষত আরামবাগ শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। আরামবাগ শহরের উপর দিয়েই চলে গিয়েছে আরামবাগ-কলকাতা রাজ্য সড়ক। সেই রাস্তার দায়িত্বভার পূর্ত দপ্তরের। সেই রাস্তা নিয়মিত মেরামত হলেও ভিতরের রাস্তার হাল খুবই খারাপ। পুরসভায় ১১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১টি বিজেপির দখলে। বাকি সমস্ত ওয়ার্ড তৃণমূলের হাতে

রয়েছে। কিন্তু ভোটের ফল বেরোনার পর থেকে দিকে দিকে তৃণমূল নেতারা হেনস্থার শিকার হওয়ায় তারা হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। একমাত্র ব্যক্তিমুখ আরামবাগ পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার তথা পুরসভার বিরোধী দলনেতা বিশুজিত খোন্। একমাত্র তাকেই এলাকায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তবে তিনিও ইঙ্গিত দিয়েছেন, নতুন করে পুর নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত এই অচলাবস্থা চলবে। তিনি বলেন, ‘গোটা শহরের বিভিন্ন রাস্তার হাল সত্যিই খুব খারাপ। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান আসছেন না। আপাতত পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে এখনই আমরা মানুষকে কথা দিতে পারছি না যে, রাতারাতি রাস্তা ঠিক হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষকে হয়তো কিছুদিন দুর্ভোগে সহ্য করতে হবে।’ স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘ ছ’মাস অথবা তারও বেশি সময় ধরে আরামবাগ পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ পল্লি, ২ নম্বর ওয়ার্ডের পানকুল থেকে মাটপাড়া, পিসি সেন রোড, ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাজার এলাকা, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মর্ডান পল্লি, ১১ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বসন্তপুর, বেনেপুকুর, বাসুদেবপুর থেকে আমতলা স্টেশন রোড পর্যন্ত রাস্তা খানাখন্দে ভরে রয়েছে।’ চেয়ারম্যান সমীর ভাঙুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

টাওয়ার নির্মাণের সময় দুর্ঘটনা, ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে তিন পরিযায়ী শ্রমিকের নিখর দেহ ফিরল গ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৫ জুলাই : ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি! টাওয়ার নির্মাণের সময় পরিযায়ী প্রাণ গেল মালদার তিন পরিযায়ী শ্রমিকের। চরম মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মালদার পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানী ও সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। জানা গেছে, রাজস্থানে টাওয়ার নির্মাণের কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মালদার তিন পরিযায়ী শ্রমিকের। শনিবার তাদের মরহেহ গ্রামে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-স্বজন। গোটা এলাকায় নেমে আসে শোকের আহা। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত শ্রমিকদের নাম মুরসালিম হক (২৪), পাঁচু সেন্থ (২৮) এবং রুহুল সেন্থ (২০)। মুরসালিম হক মহিষবাথানী গ্রাম পঞ্চায়েতের বায়ান্টাটা গ্রামের এবং পাঁচু সেন্থ নন্দনটোলা গ্রামের বাসিন্দা। অপরদিকে রুহুল সেন্থ সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাকোরাম গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, জীবিকার সন্ধানে প্রায় দেড় মাস আগে তিন যুবক রাজস্থানে শ্রমিকের কাজে যান। সেখানে একটি টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্পে কাজ



সেই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয় বলে জানা গেয়েছে। প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর শনিবার তাদের নিখর দেহ নিজ নিজ গ্রামে পৌঁছায়। নিখর হলে পৌঁছাতেই শোকসঞ্চার হয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলি। পরিবারের কান্নায় ভরাই হয়ে ওঠে পরিবেশ। অল্প বয়সে পরিবারের একমাত্র বা প্রধান রোজগারের সদস্যদের হারিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন তাদের স্বজনেরা। স্থানীয় বাসিন্দা মতিউর রহমান বলেন, জেলায় পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব থাকায় বহু যুবক

দুঃখজনক। জেলায় পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান থাকলে হয়ত তাদের এত দূরে যেতে হত না। তিন পরিযায়ী শ্রমিকের অকালমৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়তে এবং তাদের জন্য উপযুক্ত সরকারি আর্থিক সহায়তা ও পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। এই মর্মান্তিক ঘটনায় আবারও পরিযায়ী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং কর্মসংস্থানের প্রশ্ন সামনে উঠে এসেছে।

কলকাতা-বারাণসী সড়ক প্রকল্পে গতি আনতে তৎপর রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুলাই : কলকাতা থেকে বারাণসী পর্যন্ত জাতীয় সড়ক প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করতে এবার সক্রিয় ভূমিকা নিল রাজ্য প্রশাসন। দীর্ঘদিন ধরে চলা জমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর এবং প্রশাসনিক জট কাটিয়ে প্রকল্পের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে উচ্চপাঁখারের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসক, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচএআই), পূর্ত দফতর এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের প্রতিটি ধাপ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের সূত্রের খবর, কলকাতা-বারাণসী করিডর পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক প্রকল্প। এই সড়ক চালু হলে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ আরও দ্রুত ও আধুনিক হবে। পণ্য পরিবহনের সময় কমেবে, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং পর্যটনের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে। তাই প্রকল্পের কাজ আর বিলম্বিত না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, কঠোর চেষ্টা জেলায় জমি অধিগ্রহণের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। কোথাও বিদ্যুতের গুটি, পানীয় জলের পাইপলাইন বা অন্যান্য পরিষেবা স্থানান্তরের কাজ বাকি রয়েছে। এই সমস্ত সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও প্রশাসনিক জটিলতা থাকলে তা দ্রুত নিষ্পত্তিরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, জাতীয় সড়ক প্রকল্পগুলি রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। ফলে জমি হস্তান্তর থেকে শুরু করে নির্মাণ সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত

নিতে হবে। যেখানে কাজ আটকে রয়েছে, সেখানে জেলা প্রশাসনকে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে সমস্যার সমাধান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নিয়মিতভাবে অগ্রগতি পর্যালোচনা করার কথাও বলা হয়েছে। প্রকল্পের একটি বড় অংশে চার লেন ও ছয় লেনের আধুনিক সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে নতুন সেতু, ফ্লাইওভার, আন্ডারপাস এবং সার্ভিস রোড তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে। এর ফলে যানজট অনেকটাই কমেবে এবং দীর্ঘপথের যাত্রা আরও নিরাপদ ও আরামদায়ক হবে। বিশেষ করে মালবাহী যানবাহনের দ্রুত চলাচলের সুবিধা তৈরি হবে, যা শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এই সড়ক চালু হলে কলকাতা বন্দর ও পূর্বাঞ্চলের শিল্পাঞ্চল থেকে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পণ্য পরিবহণ আরও সহজ হবে। একই সঙ্গে কৃষিপণ্য, ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রী এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্য কম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। পরিবহণ ব্যয় কমার ফলে ব্যবসায়ীরাও আর্থিকভাবে লাভবান হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। বৈঠকে পরিবেশ সংক্রান্ত অনুমোদন, বনভূমির হাটপত্র এবং বিভিন্ন নির্মাণ সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ যাতে পরিবেশগত নিয়ম মেনে এগিয়ে চলে, সেই বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নির্মাণের সময় সাধারণ মানুষের যাতায়াতের বাধা হওয়া অসুবিধা না হয়, তার জন্য বিকল্প রাস্তা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের মতে, কলকাতা-বারাণসী জাতীয় সড়ক শুধু একটি যোগাযোগ প্রকল্প নয়, এটি পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে।

মাওবাদী শহিদ সপ্তাহের আগে বান্দোয়ানে সক্রিয়তা, এলাকায় আধিপত্য ধরে রাখতে তৎপর প্রশাসন ও নিরাপত্তাবাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২৫ জুলাই : মাওবাদীদের ‘শহিদ সপ্তাহ’ পালনের আগে পুরুলিয়ার হলেও মাঝে মাঝে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার বাস্তোয়ানে এলাকায় আবার সক্রিয়তা নিয়ে সতর্ক প্রশাসন। অতীতে মাওবাদী আন্দোলনের প্রভাব থাকা এই অঞ্চলে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, তার জন্য বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। জঙ্গলমহলের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। মাওবাদীদের তরফে প্রতি বছর জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে ‘শহিদ সপ্তাহ’ পালন করা হয়। এই সময়ে সংগঠনের তরফে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়ার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। সেই কারণেই আগে থেকেই সতর্ক রয়েছে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। বান্দোয়ান এবং সংলগ্ন জঙ্গল এলাকাগুলিতে চলছে তহলদারি। সন্দেহজনক গতিবিধির উপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। একসময় বান্দোয়ান ছিল জঙ্গলমহলের মাওবাদী কার্যকলাপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। মাওবাদী আন্দোলনের সময় এই এলাকায় একাধিক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছিল।

পরবর্তীতে প্রশাসনের ধারাবাহিক অভিযানের ফলে সংগঠনের কার্যকলাপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে শহিদ সপ্তাহের আগে আবারও কোনওভাবে সংগঠন নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বান্দোয়ানের বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রাম ও জঙ্গল এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, জঙ্গল সংলগ্ন এলাকা এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে পুলিশ তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রশাসপাশ্চী স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা হচ্ছে, যাতে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলে দ্রুত প্রশাসনকে জানানো যায়। স্থানীয় সূত্রের দাবি, মাওবাদী সংগঠন বর্তমানে আগের মতো শক্তিশালী না

সুতিতে ১০ লক্ষ টাকার হেরোইন-সহ গ্রেপ্তার ১

নিটুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৫ জুলাই : মাদক পাচার রুপতে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার পুলিশ বড়সড় সাফল্য পেল। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে শ্রীরামপুর এলাকায় নাকা তল্লাশি চালিয়ে ১০০ গ্রাম হেরোইন-সহ এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,

ধৃতের নাম আশরাফুল হাসান। তার বাড়ি সুতি থানার অন্তর্গত শেখপুরা এলাকায়। শুক্রবার রাতে সুতি থানার শ্রীরামপুর এলাকায় নাকা তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। সেই সময় এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন কর্তব্যরত আধিকারিকরা। তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই তার কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপর ধৃত ব্যক্তিকে তল্লাশি চালাতেই তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রাস্টিকের প্যাকেটে মোড়া ১০০ গ্রাম হেরোইন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত আশরাফুল মালদা জেলার কালিয়াকুজ এলাকা থেকে এই মাদক সংগ্রহ করত। এরপর সুতি থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রামের যুবকদের কাছে তা চড়া দামে বিক্রি করত। কীভাবে সে এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত হল, কতদিন ধরে এই কাজ করছে এবং তার সঙ্গে আর কারা জাতি রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, আশরাফুল একা এই কাজ করছে না। সুতি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় একটি বড় মাদক পাচার চক্র সক্রিয় রয়েছে। সেই চক্রের মূল পাণ্ডা এবং অন্যান্য যোগসূত্রের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে সুতি থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে শনিবার আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মাদক মুক্ত সমাজ গড়তে আমরা জিরো টোলেন্স নীতি নিয়েছি। এই চক্রের সঙ্গে যারাই যুক্ত থাকুক না কেন, কাউকে রেয়াত করা হবে না।

টোটোকে ধাক্কা মেরে নয়ানজুলিতে নেমে গেল বাস, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন প্রায় ৫০ যাত্রী

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৫ জুলাই : নব্বইখ থেকে বর্ধমানের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া একটি যাত্রীবোঝাি বাস শনিবার কালনা-কাটোয়া সড়কের গাবতলা মোড় এলাকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাসটিতে প্রায় ৫০ জন যাত্রী ছিলেন। তবে ভাগ্যক্রমে বাসটি উল্টে না যাওয়ায় বড়সড় প্রাণহানির ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, চলন্ত অবস্থায় বাসটির যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা যায়। চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে প্রথমে একটি টোটোকে ধাক্কা মারে বাসটি। এরপর রাস্তার ধারে থাকা নয়ানজুলিতে নেমে যায় বাস। দুর্ঘটনায় অবিপারত যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই হিংকার করে বাস থেকে বেরিয়ে আসেন।

দুর্ঘটনা় কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এ এস উদ্ধারকাজ হাত লাগান এবং আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। খবর পেয়ে কালনা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুর্ঘটনায় জড়িতদের দেখতে তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয়দের মতে, বাসটি যদি নয়ানজুলিতে পড়ে উল্টে যেত, তাহলে বড় ধরনের প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল। অল্পের জন্য সেই বিপদ এড়ানো গেছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, বাসের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্তের পরই দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিনিকেতন, ২৫ জুলাই : যে রাস্তা ধরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্তম্ভ যাত্রা দেখেছিলো শান্তিনিকেতন, আজকের সেই দিনটিতে ‘শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে, পালন করলো হুগলীর কুশাকুর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ঠিক সেই রাস্তার ধারে এক সভাগৃহে। এবার সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় বিশুভারতী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির সভাগৃহে। প্রতিবছর ১৯৪১ সালের ২৫ জুলাইয়ের শুক্রবারের সেই অশ্রুসজল দিনটিকে যথার্থ মালো সহ পালন করে আসছে এই প্রতিষ্ঠান। এদিন শনিবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র গবেষক অমৃত সুদন ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপিকা ও লেখিকা সীতলি সিংহ সহ গুণীগজেনরা। কর্ণধার মৃণাল কান্তি দাস বলেন, রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর পুত্র ত্রিপেশ রায়চৌধুরী কুশাকুরের অভিভাবক রূপে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সেই শ্রাবণের দিনটিকে স্মৃতির পাতা থেকে ফিরিয়ে আনতেন। কিন্তু গত ২৫ ডিসেম্বরে তিনি প্রয়াত হন। একচল্লিশের সেই ভারাক্রান্ত বিশেষ দিনটিতে রবীন্দ্রনাথের গাড়ির পিছন পিছন বোলপুর স্টেশন পর্যন্ত ছুটে যাওয়ার সকরুন তৃপ্ত অনুভূতির স্বাদ তার মাধ্যমে এ প্রজন্মের সকলেরে পাওয়া আর হলো না। ঠিকই। তবে রবীন্দ্র সঙ্গীত, আবৃত্তি সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তা আজও বিমূর্ত হয়ে রইলো।



হয়েছে বলে জানা গেছে। বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ এড়াতে প্রশাসন সতর্ক রয়েছে। বান্দোয়ানে মাওবাদী শহিদ সপ্তাহ ঘিরে এলাকা দখলের লড়াই কার্যত প্রশাসন বনাম মাওবাদী সংগঠনের পুরনো টানাপোড়েনকেই সামনে নিয়ে এসেছে। তবে প্রশাসনের দাবি, সাধারণ মানুষের সহযোগিতা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আগামী কয়েকদিন বান্দোয়ান ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তার বড়া নজরদারি জারি থাকবে।

‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে বড় অনিয়মের অভিযোগ, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মিলল ১০ হাজারের বেশি অযোগ্য উপভোক্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুলাই : তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে চালু হওয়া ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্প ঘিরে এবার বড়সড় অনিয়মের অভিযোগ সামনে এল। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও বহু ব্যক্তি বাড়ি তৈরির জন্য আর্থিক সহায়তা প্রকল্পে আসছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যজুড়ে উপভোক্তাদের তালিকা পুনরায় যাচাইয়ের কাজ শুরু হতেই একের পর এক অনিয়মের তথ্য প্রকাশ্যে আসছে। এর মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের নজরে এসেছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অযোগ্য উপভোক্তার নাম। নবায় সূত্রে জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে প্রায় ১৬ হাজারের কাছাকাছি অযোগ্য উপভোক্তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেই প্রায় ১০ হাজার ৫০০ জনের নাম উঠে এসেছে। অর্থাৎ রাজ্যের মোট চিহ্নিত অযোগ্য উপভোক্তার প্রায় ৭০ শতাংশেরও বেশি এই একটি জেলা থেকেই বলে প্রশাসনের সূত্রে দাবি করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা এবং ডায়মন্ড হারবার ব্লক থেকেই সবচেয়ে বেশি অভিযোগ পাওয়া গেছে বলে জানা যাচ্ছে। অভিযোগ, ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা সত্ত্বেও বহু ক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হয়নি। যাদের আগে থেকেই পানো বাড়ি রয়েছে, এমন অনেক ব্যক্তিও সরকারি আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন বলে যাচাইয়ের সময় উঠে এসেছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল গৃহহীন বা দুর্বল আর্থিক অবস্থার পরিবারগুলিকে বাড়ি তৈরিতে সাহায্য করা। কিন্তু যাচাইয়ে দেখা গেছে, কিছু ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রাপকদের পরিবর্তে অযোগ্য ব্যক্তির এই সুবিধা পেয়েছেন। রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশে বর্তমানে উপভোক্তাদের তালিকা খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। শুধু অযোগ্যদের চিহ্নিত করাি

সহকারে দেখছে প্রশাসন। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পের উপভোক্তাদের তালিকা পুনরায় যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই



হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অযোগ্য উপভোক্তাদের কাছ থেকে সরকারি টাকা ফেরত নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ১১ টি জেলায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান এবং উত্তর ২৪ পরগনার মতো জেলাতেও টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া চলছে। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০ জন উপভোক্তার কাছ থেকে টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া টাকার বড় অংশই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বলে জানা গেছে। ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছিল। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১২ লক্ষ উপভোক্তা দুই কিস্তিতে মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে পেয়েছেন। এছাড়াও প্রায় ১৮ লক্ষ উপভোক্তা প্রথম কিস্তি হিসেবে ৬০ হাজার টাকা করে পেয়েছিলেন। রাজ্যের কোষাগার থেকে এই বিপুল অর্থ খরচ হওয়ায় প্রকল্পের স্বচ্ছতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠলে তা গুরুত্ব

যাচাইয়ের প্রাথমিক রিপোর্টেই এই অনিয়মের ছবি উঠে এসেছে বলে নবায় সূত্রে খবর। প্রশাসনের লক্ষ্য, প্রকৃত সুবিধাভোগী যেন সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত না হন এবং অনিয়মের মাধ্যমে যারা সুবিধা নিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যক অযোগ্য উপভোক্তার সন্ধান পাওয়ার পর জেলা প্রশাসনের নজর এখন ওই এলাকার উপর। বিশেষ করে ফলতা এবং ডায়মন্ড হারবার ব্লকের তথ্য আলাদা করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। আগামী দিনে আরও যাচাইয়ের পর অনিয়মের সংখ্যা বাড়তে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে এই অনিয়মের অভিযোগ রাজ্য সরকারের কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। সরকারি প্রকল্পের অর্থ যাতে সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করেছে আরও ক্রুর নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। অভিমুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

তিনসুকিয়া ডিভিশনের বন্যা-কবলিত সেকশনগুলিতে দিন-রাত চলছে পুনরুদ্ধারের কাজ

মালিগাঁও, ২৫ জুলাই : উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত বন্যা-কবলিত সিমলগুড়ী- শিবসাগর টাউন সেকশন (কিমি ৭ /১১- ১২ এবং ৭ /১৩-১৫)-এ বাঁশের পাইলিং ও সেস সুরক্ষার কাজ চলছে, পাশাপাশি ট্র্যাকের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে এবং দ্রুত পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ক্রমাগতভাবে ব্যালাস্ট উপলব্ধ করানো হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে, পুনরুদ্ধার কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত এলাকায় ৭০০-এরও অধিক শ্রমিক এবং পোকলেইন ও জেসিবি-সহ একাধিক ভারী যন্ত্রপাতি মোতায়েন করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত রেলওয়ে কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যালাস্ট, রোল্ডার, বালির বস্তা, স্টেন ডাস্ট এবং রেলের মাটে উপকরণগুলি



থেকে বোল্ডার নামানোর কাজ চলছে। সিমলগুড়ী- নামাতলা সেকশনে (কিমি ৪১৬ /৬-১০, ৪১৭ /৬- ১৪, ৪১৫ /৪- ৬ এবং ৪১৮ /৪-৬) রেললাইনের ফরমেশন পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে, একই সাথে এই সেকশনটি পুনরায় চালু করার সুবিধার্থে স্টেন ডাস্ট ও বোল্ডার নামানোর কাজও অব্যাহত রয়েছে। আমগুড়ী- সোলেনঘাট সেকশনেও (কিমি ৩৯২ /৯-১৭) সুরক্ষা ও শক্তিশালীকরণের কাজ চলছে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিকে স্থিতিশীল করতে সেখানে বালির বস্তা, বাঁশের পাইলিং এবং রেল পাইলিং ব্যবহার করা হচ্ছে। এই কাজগুলির পাশাপাশি বালির বস্তা, রেল ও বোল্ডার

অবিরতভাবে পরিবহন ও ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনসুকিয়া ডিভিশনের বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিক এর মাধ্যমে কার্যকর সমন্বয়, সময়মতো প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবহার ও সুরক্ষা মানদণ্ড মেনে লগ্নি নিশ্চিত করবেন। সুরক্ষিতভাবে এবং ব্যয় দ্রুত সম্ভব ট্রেন চলাচল চালানো হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, রেলওয়ের পরিকাঠামো ও যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অতি কম সময়ের মধ্যে পুনরুদ্ধার কাজ সম্পন্ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিজ্ঞপ্তি		DSP
আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়ারেনেস প্রোগ্রাম (*আইএপি)-এর জন্য এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:		MUTUAL FUND
দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Sunday, 26th July 2026	Raghunathgang, Murshidabad	6:00PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপত্তির জন্য ডিজিট কলন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্রোজারের জন্য, ডিজিট কলন dspim.com/IED. ডিএমপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি অফিসিয়ালগারীর পিনা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **ডিউরাল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত লিপিবৃত যত্ন সহকারে পড়়ে দিন।**

৬। রবিবার, ২৬ জুলাই ২০২৬

ছোট আনন্দের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় বহু দিনে

বর্ষার বিকেলে চটজলদি বানিয়ে ফেলুন ৫ সুস্বাদু ম্যাগির রেসিপি

বর্ষার দিনে জ্ঞানালার পাশে বসে গরম খোঁয়া ওঠা এক বাটি ম্যাগি-এই ছোট আনন্দের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় বহু দিনের। তবে প্রতিবার একই স্বাদের ম্যাগি খেতে খেতে অনেক সময় একধেরেমি চলে আসে। অথচ সামান্য কয়েকটি উপকরণ যোগ করলেই সাধারণ ম্যাগি হয়ে উঠতে পারে একেবারে নতুন স্বাদের। ঘরে থাকা অল্প কিছু উপাদান দিয়েই তৈরি করা যায় এমন পাঁচটি সহজ ও মুখরোচক ম্যাগির রেসিপি হইল আপনার জন্য।

১. ঝাল ডিম ম্যাগি-ডিম ও ম্যাগির জুটি সবময়ই জনপ্রিয়। এই রেসিপিটি ঝালপ্রেমীদের জন্য আদর্শ।

যা লাগবে- ২ প্যাকেট ম্যাগি, ১টি ডিম, ১টি পঁয়াজ কুচি, ২টি কাঁচালঙ্কা কুচি, সামান্য মাখন, নুন ও গোলমরিচ।

প্রস্তুত প্রণালীঃ প্রথমে মাখনে পঁয়াজ ও কাঁচালঙ্কা হালকা ভেজে নিন। এরপর ডিম ফেটিয়ে দিয়ে স্ক্র্যাম্বল

করে নিন। নুন ও গোলমরিচ ছড়িয়ে সেক্ষ ম্যাগি মিশিয়ে ভালোভাবে নেড়ে পরিবেশন করুন। ঝাল স্বাদের এই ম্যাগি বর্ষার আবহে জমে যাবে।

২. সবজি মশলা ম্যাগি- যাঁরা একটু স্বাস্থ্যকর খাবার পছন্দ করেন, তাদের জন্য এই রেসিপি দারুণ।



যা লাগবে- ২ প্যাকেট ম্যাগি গাজর, ক্যাপসিকাম ও মটরশুঁটি কুচি, সামান্য গরম মশলা, ধনেপাতা কুচি, মাখন বা সাদা তেল

প্রস্তুত প্রণালী-সবজি হালকা ভেজে নুন ও স্বাদমতো মশলা দিন। এরপর সেক্ষ ম্যাগি মিশিয়ে ভালোভাবে নাড়ুন। শেষে গরম মশলা ও ধনেপাতা ছািয়ে পরিবেশন করুন। স্বাদ যেমন চমকায়, তেমনই সবজির কারণে পুষ্টিগুণও বাড়বে।



৩. ম্যাগি সুপ বোল-বুষ্টির দিনে গরম গরম সুপের সঙ্গে ম্যাগি হলে স্বাদ দ্বিগুণ হয়ে যায়।

যা লাগবে- ২ প্যাকেট ম্যাগি

২ কাপ ভেজিটেল ব বা চিকেন স্টক সুইট কর্ন, গাজর, ক্যাপসিকাম ও বিনস কুচি, গোলমরিচ, প্রস্তুত প্রণালী-স্টক ফুটিয়ে তার মধ্যে সবজি ও সুইট কর্ন দিন। এরপর টেস্টমেকার ও প্রয়োজনমতো নুন মিশিয়ে সেক্ষ ম্যাগি দিয়ে দিন। চহিলে আগে থেকে ভেজে রাখা চিকেনও যোগ করতে পারেন। শেষে গোলমরিচ ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

৪. মুচমুচে ম্যাগি পকোড়া-চায়ের সঙ্গে সন্ধ্যার নাস্তায় ম্যাগি পকোড়ার জুড়ি নেই। যা লাগবে- ২ প্যাকেট ম্যাগি- আধ কাপ বেসন, পঁয়াজ কুচি, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা, নুন ও তেল,প্রস্তুত প্রণালী-সেক্ষ ম্যাগি হালকা চটকে বেসন ও অন্যান্য উপকরণ মিশিয়ে ছোট ছোট বল বা টিক্কি তৈরি করুন। এরপর গরম তেলে সোনালি করে ভেজে নিন।

টমেটো সস বা পুদিনার চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করলে স্বাদ আরও বেড়ে যাবে।

৫. গার্লিক বাটার ম্যাগি- রেস্টুরার মতো স্বাদ চাইলে এই রেসিপি একবার অবশ্যই চেষ্টা করুন। যা লাগবে- ২ প্যাকেট ম্যাগি ৫-৬ কোয়া রসুন কুচি, মাখন চিলি ফ্লেস্ক, ওরিগানো গোলমরিচ, প্রস্তুত প্রণালী-মাখনে রসুন সোনালি হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিন। আলাদা করে সেক্ষ করা ম্যাগির উপর সেই গার্লিক বাটার চলে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর চিলি ফ্লেস্ক, ওরিগানো ও গোলমরিচ ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন। এই রেসিপির সুগন্ধ ও স্বাদ সাধারণ ম্যাগিকে একেবারে নতুন মাত্রা দেবে। বর্ষার দিনে ঘরে বসেই অল্প সময়ে সুস্বাদু কিছু খেতে চাইলে এই পাঁচ ধরনের ম্যাগি রেসিপি হতে পারে সেরা পছন্দ। প্রতিটি রেসিপিই তৈরি করা সহজ, উপকরণও খুব সাধারণ। তাই পরের বার শুধু সাদামাটা ম্যাগি নয়, নিজের পছন্দমতো নতুন স্বাদে চমকে দিন পরিবারের সবাইকে।

বর্ষার রাতে খিচুড়ি নয়, ডিনারে আনুন নতুন স্বাদ! ৫ পুষ্টিকর স্যুপ

বর্ষার সন্ধ্যা মানেই বাঙালির পাতে খিচুড়ি, ডিমভাজা কিংবা পকোড়া। তবে প্রতিদিন একই ধরনের খাবার খেতে খেতে একধেরেমি আসতেই পারে। সেই চেনা মেনুতে একটু নতুনত্ব আনতে চাইলে ডিনারে রাখতে পারেন গরম খোঁয়া ওঠা এক বাটি নিরামিষ স্যুপ। এটি যেমন হালকা ও সহজপাচ, তেমনই পুষ্টিগুণেও ভরপুর। বাজারে পাওয়া ইনস্ট্যান্ডপ্প স্যুপ পাউডার দিয়ে মুহূর্তে স্যুপ তৈরি করা গেলেও তাতে অনেক সময় প্রিজারভেটিভ, অতিরিক্ত সোডিয়াম ও কৃত্রিম উপাদান থাকে। তাই ঘরেই তাজা সবজি দিয়ে স্যুপ বানানো অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। অল্প কিছু উপকরণ আর সামান্য সময়েই তৈরি হয়ে যাবে সুস্বাদু পাঁচ ধরনের স্যুপ।

১. সুইট কর্ন স্যুপ-বর্ষার রাতে হালকা অথচ পেটভরা খাবার হিসেবে সুইট কর্ন স্যুপ দারুণ

জনপ্রিয়। উপকরণ- ১ কাপ সুইট কর্ন, ২ টেবিলচামচ পেঁয়াজ কুচি, ১ চা-চামচ রসুন কুচি, ১ টেবিলচামচ মাখন, ১ টেবিলচামচ কর্ন্লাওয়ার (অল্প জলে গুলে নেওয়া), ৩ কাপ ভেজিটেল স্টক বা জল, লবণ ও গোলমরিচ। প্রস্তুত প্রণালী-মাখনে প্রথমে রসুন ও পেঁয়াজ হালকা ভেজে নিন। এরপর সুইট কর্ন দিয়ে কয়েক মিনিট নাড়ুন। স্টক বা জল ঢেলে ১০ মিনিট ফুটিয়ে নিন। শেষে কর্ন্লাওয়ার মিশিয়ে আরও ২ মিনিট রান্না করুন। গোলমরিচ ছািয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

২. পাতিলেপ-ধনেপাতার স্যুপ- হালকা টক স্বাদের এই স্যুপ বর্ষার আবহাওয়ায় শরীরকে সতেজ রাখতে সাহায্য করে।

উপকরণ- ১ কাপ ধনেপাতা কুচি, ২ টেবিলচামচ পাতিলেবুর রস, ৩

কোয়া রসুন, ১ চা-চামচ আলু কুচি, ৪ কাপ ভেজিটেল স্টক, লবণ ও গোলমরিচ প্রস্তুত প্রণালী-সামান্য তেলে আদা ও রসুন ভেজে স্টক ঢেলে ফুটতে দিন। লবণ মিশিয়ে কয়েক মিনিট রান্না করুন। এরপর ধনেপাতা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ফুটিয়ে গ্যাস বন্ধ করে লেবুর রস মিশিয়ে নিন। গোলমরিচ ছািয়ে পরিবেশন করুন।

৩. ক্রিমি মাশরুম স্যুপ-রেস্তোরার স্বাদ ঘরেই পেতে চাইলে এই স্যুপ একবার অবশ্যই বানিয়ে দেখুন।

উপকরণ- ২০০ গ্রাম মাশরুম, ১টি পেঁয়াজ, ৩ কোয়া রসুন, ১ টেবিলচামচ মাখন, আধা কাপ ফ্রেশ

ক্রিম, ৩ কাপ ভেজিটেল স্টক, লবণ ও গোলমরিচ

প্রস্তুত প্রণালী-মাখনে পেঁয়াজ ও রসুন ভেজে মাশরুম দিন। মাশরুম

নরম হলে স্টক ঢেলে ১০ মিনিট

রান্না করুন। এরপর মিশ্রণটি ব্লেন্ড

করে আবার পাড়ে চালুন। ফ্রেশ ক্রিম মিশিয়ে আরও কয়েক মিনিট ফুটিয়ে গোলমরিচ ছািয়ে পরিবেশন করুন।

৪. টমেটো-বেসিল স্যুপ-টক-মিষ্টি স্বাদের এই স্যুপ গার্লিক ব্রেড বা টোস্টের সঙ্গে অসাধারণ লাগে।

উপকরণ- ৫-৬টি পাকা টমেটো, ১টি পেঁয়াজ, ৪ কোয়া রসুন, কয়েকটি বেসিল পাতা (না থাকলে

ধনেপাতা), লবণ ও গোলমরিচ।

প্রস্তুত প্রণালী-টমেটো, পেঁয়াজ ও রসুন হালকা ভেজে জল দিয়ে ১৫

মিনিট ফুটিয়ে নিন। এরপর ব্লেন্ড

করে আবার চুলায় বসান। লবণ ও

বেসিল পাতা মিশিয়ে কয়েক মিনিট

রান্না করে গরম গরম পরিবেশন

করুন।

৫. মিক্সড ভেজিটেল স্যুপ-বিভিন্ন

সবজির পুষ্টিগুণে ভরপুর এই স্যুপ

পুরো পরিবারের জন্য আদর্শ।

উপকরণ- বাঁধাকপি কুচি, গাজর

কুচি, ক্যাপসিকাম, মাশরুম, আদা-

রসুন কুচি। ১ চা-চামচ সোয়া সস, ১ চা-চামচ ভিনেগার, ১ চা-চামচ

কর্ন্লাওয়ার

ভেজিটেল স্টক, লবণ ও

গোলমরিচ।

প্রস্তুত প্রণালী-আদা-রসুন ভেজে

সব সবজি দিয়ে কয়েক মিনিট

নাড়ুন। এরপর স্টক ঢেলে ৮-১০

মিনিট ফুটিয়ে নিন।

আগামী সস,

ভিনেগার, লবণ ও গোলমরিচ

মিশিয়ে শেষে কর্ন্লাওয়ার দিয়ে

সামান্য ঘন করে নিন।

খোঁয়া ওঠা

গরম অবস্থাতেই পরিবেশন করুন।

বর্ষার রাতে ভাঙ্গি খাবারের পরিবর্তে

এক বাটি ঘরে তৈরি স্যুপ হতে পারে

সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর বিকল্প। এই পাঁচটি

রেসিপি সহজ, পুষ্টিকর এবং খুব

কম সময়েই তৈরি করা যায়। তাই

পরের বার বুষ্টির দিনে খিচুড়ির

বদলে ডিনারের টেবিলে রাখুন গরম

গরম স্যুপ, আর উপভোগ করুন

নতুন স্বাদের এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

অসমে ভয়াবহ বন্যা ১২ জেলায় বিপর্যস্ত ৭ লক্ষের বেশি মানুষ, মৃত বেড়ে ৬২

২৫ জুলাই : অসমে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। টানা ভারী বৃষ্টিপাত এবং একাধিক নদীর জল বিপদসীমার উপর দিনে প্রবাহিত হওয়ায় রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ১২টি জেলার ৭ লক্ষ ৫ হাজার ১৪৮ জন মানুষ বন্যার কবলে রয়েছে। নতুন করে ১৪ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ফলে চলাতি বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন উদ্ধার ও ত্রাণকাজ চালিয়ে গেলেও নতুন করে বৃষ্টির পূর্বাভাস উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যােয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে শিবসাগর জেলায়। সেখানে প্রায় ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫৫৫ জন মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চরাইদেও জেলা, যেখানে ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪০৪। জোরহাটেও বন্যার প্রভাব মারাত্মক, সেখানে ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৭১৬ জন মানুষ জলবিধি হয়ে পড়েছেন। এছাড়াও গোলাঘাট, ডিব্রুগড়, হোজাই, নগাঁও, বishনুনাথ, ধেমাজি, সোনিতপুর, কামরূপ (মেট্রো) এবং কার্বি আংলং-সহ একাধিক জেলায় বন্যা প্রকৌশলক। সরকারি রিপোর্টে অনুযায়ী, রাজ্যের অন্তত ৮৫৬টি গ্রাম এখনও বন্যার জলে প্রাণিত। জল ঢুকে পড়েছে ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ রাস্তা এবং হুহু গুরুগুরু অবকাঠামোয়। বহু এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় উদ্ধার ও ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। বন্যার সবচেয়ে বড় ঠাঙ্কা লেগেছে কৃষিক্ষেত্রে। প্রায় ৫৬ হাজার ৬০৬

হেক্টরেরও বেশি কৃষিজমির ফসল সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নষ্ট হয়েছে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এত বিপুল পরিমাণ ফসল নষ্ট হওয়ার ফলে আগামী দিনে খাদ্যদ্রব্যের উপাদানে প্রভাব পড়তে পারে। তার জেরে বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। নতুন করে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের মধ্যে সাতজন চরাইদেও জেলার বাসিঙা। শিবসাগরে প্রাণ হারিয়েছেন ছয়জন এবং জোরহাটে একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। প্রশাসন মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য জরুরি সহায়তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতির জেরে হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। বর্তমানে ৪৮৭টি গ্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন ১ লক্ষ ১৫ হাজার ২০৫ জন। পাশাপাশি ৬৮১টি গ্রাণ বণ্টন কেন্দ্রের মাধ্যমে দুই লক্ষেরও বেশি মানুষের হাতে খাদ্য, পানীয় জল, ওষুধ এবং অন্যান্য জরুরি সত্ৰা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। উদ্ধারকারী দল, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং স্থানীয় প্রশাসন একযোগে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্ঘাতগের পাশাপাশি বড় ক্ষতির মুখে পড়েছে পশুপালন খাতও। বন্যা স্রোতে কয়েকশো গাভাি পশু ভেসে গেছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে। এছাড়া জলের তলায় চলে গিয়েছে ৫০০-রও বেশি মুরগির খামার। ফলে বহু ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামার মালিকের জীবিকাও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিস্থিতির আরও জটিল করে তুলেছে রাজ্যের

নদীগুলির জলস্তর। দিখৌ, দিশাং, ধানসিরি (দক্ষিণ) এবং কুশিয়ারা নদীর জল এখনও বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। নদীর জলস্তর কমার কোনও স্পষ্ট লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। উজান থেকে নেমে আসা জল এবং লাগাতার বৃষ্টির কারণে নতুন নতুন এলাকা প্রাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অসম সরকার পরিস্থিতির উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে প্রশাসন বিভিন্ন জেলায় উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম আরও জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছে। জেলা প্রশাসন, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং অন্যান্য উদ্ধারকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। এদিকে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসও খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়। আগামী কয়েক দিন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে ইতিমধ্যেই জলমগ্ন এলাকাগুলিতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রশাসন নিচু এলাকার বাসিঙাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে এবং প্রয়োজন হলে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যাওয়ার আদেশ জানিয়েছে। অসমের এই ভয়াবহ বন্যা শুধু তাম্রকণিক মানবিক সংকটই তৈরি করেনি, কৃষি, পশুপালন, অবকাঠামো এবং স্থানীয় অর্থনীতির উপরও গভীর প্রভাব ফেলেছে। এখন পরিস্থিতি কত দ্রুত স্বাভাবিক হবে, তা অনেকটাই নির্ভর করছে আবহাওয়ার উন্নতি এবং নদীগুলির জলস্তর কমার উপর।

দিল্লি বিক্ষোভে পুলিশের বিস্ফোরক দাবি, ‘মিছিলে ২,৫০০-র বেশি দাগি অপরাধী শনাক্ত, ১৫টি এফআইআর দায়ের

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : নিট পরীক্ষায় প্রশ্র্ফার্সের অভিযোগ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আয়োজিত বিক্ষোভকে ঘিরে রাজধানী দিল্লিতে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। আন্দোলনের পর এবার দিল্লি পুলিশের তরফে উঠে এসেছে একাধিক গুরুতর দাবি। পুলিশের একটি সূত্রের বক্তব্য অনুযায়ী, বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় ২,৫০০-র বেশি এমন ব্যক্তি রয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে অতীতে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক মামলার রেকর্ড রয়েছে। পাশাপাশি অভিযোগ, বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার ঘটনাও ঘটেছে। যদিও এই দাবিগুলির স্বাধীনভাবে সরকারি বা বিচারিক স্তরে এখনও নিশ্চিতকরণ হয়নি। পূর্বযোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী গত সোমবার সংসদ অভিযানের ডাক দেয় ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। তবে দিল্লি পুলিশ ওই কর্মসূচির জন্য অনুমতি দেয়নি বলে প্রশাসনের দাবি। একই সঙ্গে রাজধানীর নির্দিষ্ট এলাকায় ফৌজদারি কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। সেই পরিস্থিতিতেই আন্দোলনকারীরা মিছিল শুরু করলে রাজধানীর একাধিক এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে

পড়ে। পুলিশের দাবি, আগে দালনকারীদের একাংশ ব্যারিকেড ভেঙে সংসদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রথমে সতর্কবাহী দেওয়া হয়। পরে জমায়েত ছত্রভঙ্গ করতে লাটিচার্জ করা হয়। এর পরেই পরিস্থিতি আরও অশান্ত হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীদের একাংশ নিরাপত্তারক্ষীদের লক্ষ্য করে হামলা চালায় এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে যায়। ঘটনার পর তদন্ত আরও জোরদার করতে যন্ত্রম মত্তর এলাকায় ফেস রেকগনিশন সিস্টেম (এফআরএস) ব্যবহার শুরু করে দিল্লি পুলিশ। পুলিশের সূত্রের দাবি, গত তিন দিনে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রায় আড়াই হাজারেরও বেশি সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে অতীতে বিভিন্ন অপরাধমূলক মামলার রেকর্ড রয়েছে। তবে পুলিশ এখনও স্পষ্ট করে জানানয়নি, ওই ব্যক্তিদের সবাই বর্তমান বিক্ষোভে সহিংস কর্মকাণ্ডে সরাসরি জড়িত ছিলেন কি না, নাকি তাঁদের পরিচয় শুধুমাত্র অপরাধের পূর্ববর্তী রেকর্ডের ভিত্তিতে শনাক্ত করা হয়েছে। পুলিশ আরও অভিযোগ করেছে, বিক্ষোভে অংশ নেওয়া কয়েকজনের কাছে ছুরি ও



খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত গোটা ঘটনায় মোট ১৫টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা, সরকারি ভবনর ক্ষতিসাধনের স্বার্থ রক্ষার দাবিও কাজে লাগা দেওয়া, হামলা, ভাঙার এবং অন্যান্য ফৌজদারি ধারায়

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের অংশগ্রহণের খবরও প্রকাশ্যে আসে। পরিবেশকর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনাম ওয়াংচুকও আন্দোলনকারীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছিলেন। ক্রমশ এই আগে দালন বৃহত্তর রাজনৈতিক ইয়ুতে পরিণত হয়। আন্দোলনকারীদের একাধিক দাবি নিয়ে ক্ষেত্রের সঙ্গে আলোচনা হয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে কিছু বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয় বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। এদিকে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেদ্র প্রধান পদত্যাগ করছেন বলে দাবি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র প্রাধানমন্ত্রী নরে দ্র মোদির কাছে পাঠিয়েছেন। তবে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক বিবৃ্ত্তি বা রস্তুপ্রা্তির অনুমোদনের তথ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। ফলে পদত্যাগ কার্বকর হয়েছে কি না, সে বিষয়ে সরকারি নিশ্চিত ঘোষণা আসার অপেক্ষে রয়েছে। দিল্লির সাম্প্রতিক এই বিক্ষোভকে ঘিরে রাজনৈতিক বিবর্তও তীব্র হয়েছে। একদিকে পুলিশের অভিযোগ, আন্দোলনের আড়ালে সহিংসতা এবং আঁহশৃঙ্খলা অভ্যুর চেষ্টা হয়েছে। অন্যদিকে আন্দোলনকারীদের সমর্থকরা পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। এই পরিস্থিতিতে তদন্তের অপ্রতিভ, আদালতে প্রার্থকক্ষ এবং সরকারি ঘোষণাি শেষ পর্যন্ত ঘটনার প্রকৃত

কেন্দ্রের লিখিত আশ্বাসে

১- পাতার পর- এফআইআর দায়ের হয়েছে, সেগুলি প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ভবিষ্যতেও এই আন্দোলনের কারণে কোনও বিক্ষোভকারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বলেও তিনি আশ্বাস দেন। নিট- সংক্রান্ত ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তার দাবির প্রসঙ্গে নাড়াচা বলেন, সরকার বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিবেচনা করছে। আইনগত কাঠামোর মধ্যে থেকে যতটা সম্ভব আর্থিক সহায়তা দেওয়া যায়, সে বিষয়ে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের প্রশ্নেও কেন্দ্র ইতিবাচক অবস্থান নিয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। এই লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করারও আশ্বাস দিয়েছে কেন্দ্র। সরকারের এই লিখিত প্রতিশ্রুতির পর ককরোচ জনতা পার্টির মুখপাত্র সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রান্না আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন। তাঁদের বক্তব্য, আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের দাবি জানানো। সরকারের ইতিবাচক সাদা এবং লিখিত আশ্বাস পাওয়ার পর আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। একই সঙ্গে সৌরভ দাস আন্দোলনকারী ছাত্র- যুগ্মের শান্তিপূর্ণভাবে নিজেরদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আগামী দিনে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে কাজ করতে তাঁরা আগ্রহী।ফলে প্রায় এক মাস ধরে যন্ত্রমত্তস্ত-সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে চলা বিক্ষোভের ইতি ঘটল। এখন নজর থাকবে কেন্দ্র সরকার তাদের দেওয়া লিখিত আশ্বাস বাস্তবায়নে কতটা দ্রুত এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।প্রযোজনে এটি আরও সংবাদপত্রের উপযোগী, টিভি স্ক্রিপ্ট, বা ডিজিটাল নিউজ পোর্টালের ফ্লক্স-ফ্রেন্ডলি সংস্করণেও রূপান্তর করা যেতে পারে।

মোদি মন্ত্রিসভায় বড়

১- পাতার পর- বিজেপির লক্ষ্য, দক্ষিণ ভারতে সংগঠন আরও বিস্তৃত করা এবং কেরলে দলের রাজনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী করা। সেই কারণেই কুরিয়েনকে রাজ্যের সংগঠনিক কাজে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।পরপর দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদত্যাগকে অনেকেই আসন্ন মন্ত্রিসভা রদবদলের পূর্বসূচ্য হিসেবে দেখছেন। দিল্লির রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, খুব শিগিরিই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর মন্ত্রিসভায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারেন। বিভিন্ন মন্ত্রকের কাজের মূল্যায়ন ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। যাদের পারফরম্যান্স প্রত্যাশা অযাযায়ী নয়, তাদের দায়িত্ব পরিবর্তন কিংবা মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। একই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে, কয়েকজন প্রবীণ মন্ত্রীকে সাংবিধানিক পদে পাঠানো হতে পারে। তাঁদের মধ্যে কেউ রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ পেতে পারেন, আবার কাজকে বিশেষ ভারতের রস্তুদূত বা অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। এর ফলে নতুন মুখদের মন্ত্রিসভায় জয়গা করে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এই আবহেই সবচেয়ে বেশি আলোচনায় উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেদ্র প্রধানের নাম। সম্প্রতি শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। ফলে আরম্ম রদবদলে তাঁর দায়িত্বে কোনও পরিবর্তন আসবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, তাঁর মিম্বক বল হতে পারে, আবার অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও দেওয়া হতে পারে। তবে এই মুহূর্তে এ বিষয়ে সরকার বা বিজেপির পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক ইন্দিত মেলেনি। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রদবদল সম্পূর্ণভাবে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষাধিকারভুক্ত বিষয়। ফলে কার দায়িত্ব পরিবর্তন হবে, কে নতুন মন্ত্রী হবেন বা কে মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নেনেন, সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও সরকারি ঘোষণা হয়নি। তাঁর দলস্থ প্রধান-সহ অন্য কোনও মন্ত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে যে সমস্ত আলোচনা চলছে, সেগুলি রাজনৈতিক জল্পনা ও বিভিন্ন সূত্রনির্ভর তথ্যের উপর ভিত্তি করে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে পরপর দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদত্যাগে এটা স্পষ্ট যে পুলিশ আগামী রাজনৈতিক লাভইয়ের আগে কেন্দ্রীয় সরকার ও দলীয় সংগঠনে নতুন ভারসাম্য তৈরি করতে চাইছে। এখন নজর, কবে ঘোষণা হবে বহুল প্রত্যাশিত মন্ত্রিসভা রদবদলের এবং সেই তালিকায় কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ নাম উঠে আসে।

মৃত্যুঞ্জয় মামলা, এক আইপিএস-সহ ৫ পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ

১- পাতার পর- উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিন কাকদ্বীপের সূর্যনগরে কালাী মূর্তি প্রিজ্ঞান ভাঙে তোলার ঘটনাও বিধানসভায় তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আবেগের সঙ্গে যুক্ত কোনও প্রতীকের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে মা কালীর মূর্তিকে যেভাবে পুলিশি গাড়িতে তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে, তা মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেও পুলিশ ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রশাসনের উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং পুলিশের কাজের ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করা। সরকারের এই পদক্ষেপকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। শাসকপক্ষের দাবি, প্রশাসনিক সচ্ছতা বজায় রাখতেই এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে বিরোধীরা এই ঘটনাগুলির তদন্তের নিপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মত। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর এখন নজর থাকবে বিভাগীয় তদন্তের অগ্রগতি এবং অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে পরবর্তী প্রশাসনিক পদক্ষেপের দিকে।

বিক্ষোভের চেষ্টার মাঝে ঘটনাস্থল ছাড়লেন মমতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৫ জুলাই : কলকাতায় প্রস্তুতিবিত বিক্ষোভ মিছিলকে ঘিরে শনিবার রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে ওঠে। পুলিশ এবং কলকাতা হাই কোর্ট-উত্তরে ক্ষেত্রের অনুমতি না পাওয়ার পরও নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী পদ্মপুরে এলাকায় জড়ো হন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা- কর্মীরা। নিট প্রশ্র্ফার্স ইয়ুতে আন্দোলনকারীদের সমর্থনে এই কর্মসূচির প্রকাশ্যে কাজ হায়েছিল বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়। সকাল থেকেই পদ্মপুকুর এলাকায় পুলিশ মোতায়েন ছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জমায়েত না করার অনুরোধ জানানো হলেও, লোা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ভিড় বাড়তে থাকে। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তাঁকে ঘিরে স্লোগান দিতে শুরু করেন উপস্থিত সমর্থকেরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ বারবার এলাকা খালি করার নির্দেশ দেয়। তবে বিক্ষোভকারীদের একাংশ সেই নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলে পুলিশ ও কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠলে পুলিশ বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতাকে আটক করে। আটক হওয়াদের মধ্যে কুণাল ঘোষ এবং বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক নেতা ছিলেন। তাঁদের প্রিজ্ঞান ভাঙে করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বিরোধী কণ্ঠস্বর দমন করার চেষ্টা চাচ্ছে। তাঁর দাবি, নিট প্রশ্র্ফার্সের ঘটনায় ছাত্রদের পাশে দাঁড়ানোই ছিল এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, ছাত্রদের আন্দোলনের ফলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেদ্র প্রধান পদত্যা

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা

রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিইও কর্তৃক সমগ্র ভারতীয় রেলওয়ে জুড়ে নিরাপত্তা প্রস্তুতির পর্যালোচনা আসন্ন আরআরবি সিবিটি পরীক্ষার জন্য কঠোর বন্দোবস্তের ওপর জোর

কলকাতা, ২৫ জুলাই : ট্রেন চলাচলে সর্বোচ্চ মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে ভারতীয় রেলের রেলের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত



করে, রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিইও সতীশ কুমার আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমস্ত জোনাল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার এবং সমস্ত ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারদের সাথে একটি উচ্চ পর্যায়ের মাসিক নিরাপত্তা পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এই বৈঠকে সামগ্রিকভাবে রেলওয়ে নিরাপত্তা, পরিচালন সংক্রান্ত প্রস্তুতি এবং সমগ্র ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্ক জুড়ে নিরাপত্তা কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার

নির্দেশিত নিরাপত্তা বিধিগুলির কঠোর অনুসরণ, ট্রাক, রোলিং স্টক ও সিগন্যালিং সম্পদের নিয়মিত পরিদর্শন এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত জোনাল রেলওয়েকে নির্দেশ দেয়া। নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে তিনি সাম্প্রিকক নজরদারি, সময়মতো রক্ষণাবেক্ষণ, আধুনিক পর্যুক্তির গ্রহণ এবং নিরাপত্তা – সম্পর্কিত ত্রুটিগুলির দ্রুত সমাধানের ওপর জোর দেন। বৈঠক

চলাকালীন বিভিন্ন বিভাগের নিরাপত্তা-সম্পর্কিত বিষয়গুলির একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা হয়। চেয়ারম্যান সমস্ত রেল কর্মকর্তাকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও ব্যবস্থার দ্রুত সংশোধন ও আধুনিকীকরণের নির্দেশ দেন। নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ ট্রেন পরিষেবা বজায় রাখার জন্য ট্রাক, সিগন্যালিং ব্যবস্থা, সেতু এবং মেডেল জরুরি সংস্থার ২৪ ঘণ্টা নজরদারির মধ্যে রাখার জন্য ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারদের নির্দেশ দেওয়া হয়। রেল ও সড়ক উভয় ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য রোড ওভার ব্রিজ এবং রোড আন্ডার ব্রিজ নির্মাণের মাধ্যমে মেডেল ক্রসিং গেটগুলি নির্মূল করার চলমান উদ্যোগগুলিও এই বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয়। যাত্রীদের নিরাপত্তা ও পরিচালনা সংক্রান্ত সক্ষমতা আরও জোরদার করতে অটোমেটিক স্মোক ডিটেকশন আউ সার্প্রেশন সিস্টেম, ফায়ার ডিটেকশন অ্যান্ড সার্প্রেশন সিস্টেম এবং ফায়ার ব্যুড স্মোক ডিটেকশন সিস্টেম সহ উন্নত নিরাপত্তা প্রযুক্তি ইনস্টল করার অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হয়। আসন্ন আরআরবি সিবিটি পরীক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব : চেয়ারম্যান ও সিইও আসন্ন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড কম্পিউটার বেসড টেস্ট

পরীক্ষার প্রস্তুতিও পর্যালোচনা করেন, যেখানে সারা দেশ জুড়ে প্রচুর সংখ্যক পরীক্ষার্থীর যাতায়াত দেখা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। পরীক্ষার্থীদের মসৃণ ও আমোলাহীন যাত্রা সুগম করার জন্য তিনি সমস্ত জোনাল রেলওয়েকে ব্যাপক বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দেন। নিম্নলিখিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলির ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল : স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ এবং পরীক্ষা পরিচালনকারী সংস্থাগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সময়স্র নিশ্চিত করা। ভিড সামলানো এবং নিরাপত্তার জন্য স্টেশন ও পরীক্ষা-সংক্রান্ত স্থানগুলিতে পর্যাপ্ত রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স এবং গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ কমী মোতায়েন করা। ক্রমাগত মাইক ঘোষণা, যথাযথ সইনবোর্ড এবং নির্ধারিত হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে সঠিক যাত্রী দিক নির্দেশনা বজায় রাখা। স্টেশনগুলিতে পর্যাপ্ত টিকিট সুবিধা, পানীয় জল, অপেক্ষাগার, আলো এবং পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। কার্ভর ভিড নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্টেশনের ভেতরের অংশ, প্লাটফর্ম ও আশপাশের এলাকা যানজটমুক্ত রাখা। পরীক্ষার্থীদের সময়মতো যাতায়াত সুগম করতে ট্রেনের সঠিক সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করা এবং ট্রেনের গতিবিধি ঘনিষ্ঠভাবে

পর্যবেক্ষণ করা। যেখানে প্রয়োজন সেখানে মেডিকেল টিম, জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা এবং দুর্ঘটগি ব্যবস্থাপনা সংস্থানগুলি প্রস্তুত রাখা। সুত্বভাবে সমস্ত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য অপারেটিং, কমার্শিয়াল, সিকিউরিটি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইলেকট্রিক্যাল বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা। চেয়ারম্যান জোর দিয়ে বলেন যে, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, আন্তর্বিভাগীয় সমন্বয় এবং ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি, যাতে পরীক্ষার্থীরা নিরাপদে, স্বাচ্ছন্দ্যে এবং সময়মতো তাদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেন। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর, অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার, প্রিন্সিপাল চিফ সেকটি অফিসার এবং অন্যান্য প্রধান বিভাগীয় প্রধানদের সাথে কলকাতার ফেয়ারলি প্লেসে অতিবেত পূর্ব রেল সদর দফতর থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বৈঠকে অংশ নেন। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম জানি জানান যে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্রমাগত জোরদার করার পাশাপাশি সার্বিক যাত্রী সুবিধা এবং আসন্ন আরআরবি সিবিটি পরীক্ষার জন্য নির্বিঘ্ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশিকা বাস্তবায়নে পূর্ব রেল সম্পূর্ণ অঙ্গীকারবদ্ধ।

জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আইআইটি খড়াপুরে গবেষণার সুযোগ পেলেন অভাবী পরিবারের দেবকুমার

স্বপ্নীয় মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৫ জুলাই : অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র ফেরি করে সংসার চালান বাবা। সেই পরিবারের ছেলে দেবকুমার সিংহ এবার আইআইটি খড়াপুরের ‘সেন্টার ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইনোভেটিভ সলিউশিওনসল টেকনোলজি’ (সিআরডিআইএসটি)-এ গবেষণার সুযোগ পেয়েছেন। ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি রুকের প্রত্যন্ত জাডাড গ্রামের এই যুবক সম্প্রতি ইউজিসি নেট- জেআরএফ পরীক্ষায় অল ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্ক ৩৭ অর্জনের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সেট পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর এই সাফল্যে খুশি হওয়া পরিবার থেকে গোটা এলাকায়। দেবকুমারের বাবা লক্ষ্মীকান্ত সিংহ দীর্ঘদিন ধরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র কেনাবেচা করেন। সীমিত আয়ের মধ্যেও ছেলের পড়াশোনায় কোনও খামতি রাখেননি। সেই লড়াইয়েরই স্বীকৃতি মিলেছে দেবকুমারের এই সাফল্যে। দেবকুমারের প্রাথমিক শিক্ষা জাডাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পরে মুড়ারী এস.সি. হই স্কুলে পড়াশোনা করে ২০১৯ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর হলদিয়া গভর্নমেন্ট কলেজে ভুগোল নিয়ে স্নাতক (২০১৯-২০২২) এবং কলকাতার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর (২০২২-২০২৪) সম্পন্ন করেন। পড়াশোনার পাশাপাশি গবেষণার প্রস্তুতিও চালিয়ে গিয়েছেন তিনি। সাম্প্রতিক ইউজিসি নেট-জেআরএফ পরীক্ষায় অল ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্ক ৩৭ অর্জন তাঁর শিক্ষাজীবনের অন্যতম বড় সাফল্য। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সেট পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন তিনি। এর পরেই আইআইটি খড়াপুরের সিআরডিআইএসটি-তে গবেষণার সুযোগ পান। সেখানে গ্রামীণ উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণার কাজ করবেন তিনি। নিজে‍র এই সাফল্যের পিছনে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি বলে মনে করেন, তিনি মুড়ারী এস.সি. হাই স্কুলের ভূগোলের শিক্ষক অচিন্তা সরকার। দেবকুমারের কথায়, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে স্যরের পড়ানোর ধরনই আমার মধ্যে ভূগোল বিষয়ের প্রতি গভীর আগ্রহ তৈরি করে। তখনই চিক করি, এই বিষয় নিয়েই উচ্চশিক্ষা এবং ভবিষ্যতে গবেষণা করব। সেই স্বপ্নই আজ বাস্তবের রূপ নিয়েছে। জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত গ্রামের এক সাধারণ পরিবারের এই সাফল্য ইতিমধ্যেই এলাকার বহু পড়ুয়ার কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং শিক্ষকদের সঠিক দিশা থাকলে প্রতিভুলতাও যে সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, দেবকুমারের পথচলা যেন সেই বার্তাই তুলে ধরছে।

শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে জসিডিহ-তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করল পূর্ব রেলের আরপিএফ

কলকাতা, ২৫ জুলাই : এক মাসব্যাপী ‘শ্রাবণী মেলা ২০২৬’ শুরু হতে চলেছে এবং প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ তীর্থযাত্রীর জসিডিহ রেল স্টেশন হয়ে যাতায়াতের সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, বাবা বৈদ্যনাথ ধাম দমনে



আসা ভক্তৃদের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেল তাদের নিরাপত্তা ও ভিড সার্ভিসেস অ্যান্ড উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করেছে। এই ব্যাপক প্রস্তুতির অংশ হিসেবে, পূর্ব রেলের আরপিএফ-এর ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রী এ.এন. সিনহা, আসানসোলের সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার -এর সাথে ২৪ জুলাই ২০২৬ তারিখে জসিডিহ রেল স্টেশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে, ইন্সপেক্টর জেনারেল যাত্রীদের অপেক্ষার স্থান (প্যাসেঞ্জার হোল্ডিং এরিয়া), স্টেশন চত্বর, ফুট ওভার ব্রিজ এবং জসিডিহ আরপিএফ পোস্ট পরিদর্শন করে সামগ্রিক নিরাপত্তা প্রস্তুতির পর্যালোচনা করেন। নবনির্মিত ‘প্যাসেঞ্জার হোল্ডিং এরিয়া’-র ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় স্টেশন চত্বরে প্রবেশের আগে তীর্থযাত্রীদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও সুস্থতা করার লক্ষ্যেই এটি তৈরি করা হয়েছে, যাতে অতিরিক্ত ভিড এড়ানো যায় এবং যাত্রীদের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ইন্সপেক্টর জেনারেল কৌশলগত স্থানগুলিতে বসানো এআই-চালিত ‘ফেস রিকগনিশন সিস্টেম’ বা মুখ শনাক্তকরণ ক্যামেরাগুলোর কার্যকারিতাও খতিয়ে দেখেন। অপরাধীদের ডেটাবেসের সাথে সংযুক্ত এই ব্যবস্থাটি তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তিকে শনাক্ত করলেই তাৎক্ষণিক সতর্কবার্তা প্রদান করে, যার ফলে অপরাধকে কব্ধীরা সন্দেহভাজন বা কাক্ষিত ব্যক্তিদের দ্রুত শনাক্ত ও আটক করতে সক্ষম হন। এছাড়া, তীর্থযাত্রীদের সম্ভাব্য বিপুল ভিড কার্যকরভাবে সামলানোর লক্ষ্যে তিনি নজরদারি ব্যবস্থা, নিরাপত্তা কমী মোতায়েন, ভিড নিয়ন্ত্রণ কৌশল এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রক্রিয়াগুলোও পর্যালোচনা করেন।

খানাকুলে জোরদার নাকা চেকিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ২৫ জুলাই : শনিবার হুগলির খানাকুল থানার উন্য়োগে জোরদার নাকা চেকিং অভিযান চালানো হয় তিলকচাক এলাকায়। আইন- শৃঙ্খলা বজায় রাখা, অপরাধমূলক কার্যকলাপ রোধ এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ। অভিযানের সময় বিভিন্ন যানবাহন থামিয়ে তাদের নিথিপত্র পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ির বৈধ কাগজপত্র, হেলমেট ব্যবহার এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও যানবাহনের উপরও বিশেষ নজরদারি চালানো হয়। খানাকুল থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিয়মিত এই ধরনের নাকা চেকিংয়ের মাধ্যমে অপরাধ দমনের পাশাপাশি সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার কাজও করা হচ্ছে।

সীমান্তের ৬৬ টি গ্রামে উন্নয়নের ছোঁয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৫ জুলাই : দক্ষিণ দিনাজপুরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ৬৬ টি গ্রামকে আধুনিক পরিকাঠামো ও উন্নত নাগরিক পরিষেবার আওতায় আনতে বড় উন্য়োগ নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের ‘ভাইরাট ভিলেজ’ কর্মসূচির আওতায় জেলার এই গ্রামগুলিকে ধাপে ধাপে উন্নয়নের মূল স্রোতে যুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশাসনের আশা, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান যেমন উন্নত হবে, তেমনই কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থারও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটবে। জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, বালুরঘাট, হিলি, তপন, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর এবং হরিরামপুর রুকের মোট ৬৬টি সীমান্তবর্তী গ্রাম এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ধরে মধ্যে বালুরঘাট রুকের ১৮টি, হিলি ও তপনের ১৭টি করে এবং কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর ও হরিরামপুরের একাধিক গ্রামকে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও স্থানীয় চাহিদা বিবেচনা করে পৃথক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য শুধুমাত্র রাস্তা বা সরকারি ভবন নির্মাণ নয়, বরং সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিকে স্বনির্ভর ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে তোলা। সেই উদ্দেশ্যে গ্রামীণ সড়ক, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, ড্রেনেজ, কমিউনিটি সেন্টার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যালয় এবং ডিজিটাল সংযোগের মতো মৌলিক পরিষেবার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। পাশাপাশি প্রতিটি গ্রামে সরকারি পরিষেবা দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার জন্য ডিজিটাল অবকাঠামোও ডিজিটাল করা হবে। এই কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কৃষি, পশুপালন, মৎস্যচাষ, ক্ষুদ্র শিল্প, হস্তশিল্প এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আয়ের সুযোগ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। যুবক-যুবতীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, উন্য়োগে তৈরি‍র উন্য়োগ এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত করার দিকেও জোর দেওয়া হবে। এতে কর্মসংস্থানের জন্য বাইরের রাজ্যে পাড়ি দেওয়ার প্রবণতা কমবে বলেই মনে করেন প্রশাসন। পর্যটন ক্ষেত্রেও সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলগুলির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা

নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সংস্কৃতি, লোকশিল্প, ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে পট্টনের নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়ার চেষ্টা হবে। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি হলে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের আকর্ষণ করা সম্ভব হবে, যার সুফল পাচ্ছে স্থানীয় ব্যবসায়ী, হস্তশিল্পী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নও এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সরকারি স্কুলগুলিতে আধুনিক পরিকাঠামো, স্মার্ট ক্লাসরুম, উন্নত শিক্ষাসামগ্রী এবং ডিজিটাল শিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা, ওষুধের সরবরাহ এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য শিবির আয়োজনের ওপর জোর দেওয়া হবে। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ যত‍ে সরেজাই চিকিৎসা ও সরকারি সুবিধা পান, সেই লক্ষ্যেই এই উন্য়োগ। প্রশাসনের মতে, সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে দীর্ঘদিন ধরেই উন্নয়নের ঘাটতি ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় কৃষিপণ্য বাজারে পৌঁছাতে সমস্যা হতো, পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবাও অনেক ক্ষেত্রে পর্থাগু ছিল না। নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে সেই চিত্র বদলানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। উন্নত রাস্তা, সেতু এবং পরিবহণ ব্যবস্থা তৈরি হলে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য আরও গতিশীল হবে। একই সঙ্গে সীমান্ত এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো আরও শক্তিশালী হবে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের উন্নয়ন জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। গ্রামগুলিতে উন্নত জীবনযাত্রা, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত হলে জনবসতি আরও স্থিতিশীল হবে এবং সীমান্ত অঞ্চলে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। তাই পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ওপরও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের আশা, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগোলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই দক্ষিণ দিনাজপুরের এই ৬৬টি সীমান্তবর্তী গ্রাম উন্নয়নের নতুন উদাহরণ হয়ে উঠবে। আধুনিক পরিকাঠামো, উন্নত নাগরিক পরিষেবা, নতুন কর্মসংস্থান এবং পর্যটনের প্রসারের মাধ্যমে সীমান্ত এলাকার মানুষের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে, পাশাপাশি জেলার সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও নতুন গতি পাবে।

অন্ডালে খনি শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৫ জুলাই : কর্মরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে এক খনি শ্রমিকের মৃত্যু হল। শনিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ইসিএলের অন্ডালের বাঁকোলা এরিয়ার বিশেষশ্রী কোলিয়ারিতে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম শিব কুমার (৩৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অন্যান্য দিনের মতো শনিবার সকালেও খনি গর্ভে কাজে যোগ দেন শিবকু মার। কাজ চলাকালীন হঠাৎই তিনি অসুস্থ বোধ করেন এবং অচৈতন্য হয়ে পান। বিষয়টি নজরে আসতেই সহকর্মীরা দ্রুত তাকে খনির উপরে তুলে এনে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর চাউর হতেই খনি চত্বরে শোকের ছায়া নেমে আসে। সহকর্মী ও শ্রমিকদের একাংশ দাবি করেন, মৃত কর্মীর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে ইসিএল কর্তৃপক্ষ নেনে নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ দ্রুত প্রদান করেন। এবং পরিবারের একজন বিবাক্তা আত্মীয়কে চাকরিতে নিয়োগের নীতিমালা করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইসিএল কর্তৃপক্ষ।

কুয়ো থেকে হাগলছানা তুলতে নেমে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৫ জুলাই : বাড়ির কুয়োয় প্রড়ে যাওয়া একটি হাগলছানা উদ্ধার করতে গিয়েছিল কুয়োয় একটা হাগলছানা পড়ে যায়। সেটিকে উদ্ধার করতে কুয়োয় নামেন জয়রাম কিস্কু। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে জলের মধ্যে তলিয়ে যান। পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি বুঝতে পেরে প্রশাসনকে খবর দেন। বিপর্যয় মোকাবিলা ভেড়রের উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলকে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। দীর্ঘ চেষ্টার পর জয়রামকে কুয়ো থেকে উদ্ধার করা হলেও তদক্ষণে তার মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে অনুমান, কুয়ো তিতরে অঙ্কিৎজনের ঘাটতি বা বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। যদিও মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে পুলিশ স্বন্যভাবেই মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ভাঙল বাঁশের পোল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ২৫ জুলাই : টানা বৃষ্টি এবং ভিভিসির ছাড় জলের তোড়ে শনিবার খানাকুল-১ রুকের মৃৎশুরী নদীর ওপর নির্মিত একের পর এক বাঁশের সেতু ভেঙে পড়ায় কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে জগন্নাথপুর, দুর্গাপুর-সহ একাধিক গ্রামের যোগাযোগে ব্যবস্থা। জগন্নাথপুর, সারাদা, কাবিলপুর, কুরকুরি-সহ বিভিন্ন এলাকার বাঁশের সেতুগুলি প্রবল স্রোতে ডেয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ। নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং বাজারে যাতায়াত-সব ক্ষেত্রেই চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলাকে ঘিরে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এলো

বনস্পতি দে, তারকেশ্বর, ২৫ জুলাই : লিপ্সেহ্ন, ‘জগৎ ভরা ভগ্নানি। তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলার অব্যবস্থাপনা এবং দুর্নীতির একটি নতুন সাধুর আমদানি হয়েছে। তার অভিযোগ নিয়ে তারকেশ্বরে বিজেপি বিধায়ক সন্ত পনেরে কাটাড়ায় তুলেছেন দলেরই একাংশ। তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলাকে ঘিরে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এলো। এই নিয়ে প্রকাশ্যেই বিধায়কের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন স্থানীয় বিজেপি নেতারা। স্থানীয় দোকানদারও প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন বিধায়কের বিরুদ্ধে।



তাতে বেজায় বিভ্রম্ভার পেড়েছেন শাসকদলের নেতারা। এবার শ্রাবণী মেলার আড়ম্বর বাড়লেও বিতর্ক কিছুতেই পিছু ছাড়াছে না। শ্রাবণী মেলার উদ্বোধনী অর্ন্তান্নে বক্তব্য রাখতে উঠে তারকেশ্বরের মোহন মহারাজ সূেধুর আমলকে ‘এরা’ বলে সম্বোধন করেছিলেন কৈকালার নন্দকৃষ্টির মহারাজ প্রজ্ঞানস্বরূপ একমাত্রী। সেই বিতর্কের রেশ কটাতো না কাটতে নতুন করে বিতর্কে জড়িয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক সন্ত পান। তাঁর বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ তুলে তাপ সেগেছেন তাঁরই দলের নেতারা। অভিযোগ উঠছে, যুগ যুগ ধরে শ্রাবণী মেলার সময় তারকেশ্বরের আশপাশের মানুষরা বিভিন্ন ধরনের দোকান দিেনো তা থেকে তাঁরা ভালো টাকা রোজগার করতে। কিন্তু এ বার নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ছোট দোকানদারদের বসতে দেওয়া হয়নি। রাস্তার পাশ থেকে বেশ কিছু দোকান তুলে দেওয়া হয়েছে। তা নিয়ে স্থানীয় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। সেই সব দোকানদারদের বক্তব্য, শ্রাবণী মেলা থেকেই তাদের সারা বছরের অয়ের সংস্থান হতো। কিন্তু এ বার তাঁদেরকে বসাতেই দেওয়া হয়নি। এর জন্য সন্ত পানকেই কাটাড়ায় তুলছেন তাঁরা। এই নিয়ে প্রচণ্ড বৃহস্পতিবার তারকেশ্বর থানায় ডেপুটিমেন দেন কিছু মানুষ। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির আরামবাগ জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক হুতা দলের প্রবীণ নেতা গণেশ চক্রবর্তী, তারকেশ্বর টাউন মহিলা মোর্চার সভানেত্রী লিজা চট্টোপাধ্যায়, তারকেশ্বর টাউন মণ্ডলের সভাপতি বিশ্বমদন মলিক, প্রাক্তন শ্রাবণী বাল্ল ঘোষ, বনমদন জেলা কমিটির সদস্য জগন্নাথ দাস, অম্বিনী চক্রবর্তী-সহ একাধিক বিজেপি নেতা। তারা বিধায়কের কাজকর্ম নিয়ে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করে। গণেশ চক্রবর্তী বলেন, ‘সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে অভিযোগ করছেন। এখানে গরিবের পেটে লাথি মারা হচ্ছে। এটা করা যাবে না। এই লোকগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এরা প্রত্যেকেই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। হকারি করে থান। শ্রাবণী মেলার রোজগার থেকেই বছরে অন্তত সাত-আট মাস তাঁদের সংসার চলে। স্টো বন্ধ হয়ে গেলে ওঁদের খুবই সমস্যা হবে।’ তাঁর আরও অভিযোগ, শ্রাবণী মেলার সময় য়ারা তারকেশ্বরে বাবার মাথায় জল ঢালাতে আসছেন, তাঁরা খুবকরে পরিষেবা পাচ্ছেন না। খাবার জল পুঁতেই মিলে না। যে সব অস্থায়ী শৌালয় বানানো হয়েছে, সেগুলিও অত্যন্ত নড়বড়ে তা থেকে যে কোন সময়ে বিপদ ঘটতে পারে। লকগেট বারিকাদে করে অটক দেওয়া হচ্ছে। তাতে প্রচণ্ড ভিড হয়ে যাচ্ছে। এতে পদপিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। বহু জায়গায় পর্থাগু আলো লাগানো হয়নি। বিশেষ করে বড় পথ থেকে পাশে আলো নেই। হসপিটাল রোডেও আলো লাগানো হয়নি। ফলে সন্ধ্যার পরে সেখান দিয়ে বোকরজনের চলাচল করতে সমস্যা হচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, ‘প্রতি বছরেই তা শ্রাবণী মেলা হয়। কোনও দিনই এই ধরনের সমস্যা হয়নি। বিধায়ক শুধু হেলিকপ্টার থেকে ফুল ছুঁতে দিলেই হবে। বিধায়ককে নীচে নেমে দেখতে হবে, কোথায় সমস্যা হচ্ছে।’ শ্রাবণী মেলা চলাকালীন শোশাল মিডিয়ায় বিজেপি নেতা গণেশ চক্রবর্তীর একটি বিতর্কিত পোস্ট ঘিরেও শোরগোল পড়ে গিয়েছে। তাতে তিনি

রবিবার, ২৬ জুলাই, ২০২৬।৭

মুর্শিদাবাদে দশ বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেফতার, ভুয়া ভারতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে করছিলেন শ্রমিকের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৫ জুলাই : মুর্শিদাবাদ জেলায় একই দিনে দশজন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জেলার লালগোলা, ভগবানগোলা এবং সামশেরগঞ্জ থানা এলাকায় এই গ্রেফতারের ঘটনাগুলো ঘটেছে। অভিযন্ত্রণা সকলেই বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং রাজশাহী জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। পুলিশ তাদের সবাইকে লালগোলার হোল্ডিং সেন্টারে পাঠিয়েছে। শনিবার পুলিশ সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই ব্যক্তারা সীমান্ত পার হয়ে দালালদের মাধ্যমে ভুয়া ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন। বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার সময় পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। শুক্রবার রাতে লালগোলা থানা এলাকার বৈরা মীরপুর এলাকা থেকে সাতজন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়, যারা চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার চরণাশেরপুর গ্রামের বাসিন্দা। অন্যদিকে, ভগবানগোলা স্টেশনের কাছ থেকে আরও একজন বাংলাদেশি ব্যক্তিকে ধরা হয়, যিনি রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানা এলাকার বাসিন্দা। লালগোলা থানার ওপির মতে, ধৃত সাতজন বাংলাদেশি প্রায় ছয় মাস আগে অবৈধভাবে লালগোলা সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতে নির্মাণকাজে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তারা ভুয়া ভারতীয় নথিপত্রের সাহায্যে কাজ করছিলেন। সম্প্রতি তারা লালগোলায় ফিরে আসেন এবং শুক্রবার রাতে

বৈরা মীরপুর হয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। তখনই স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ তাদের ধরে ফেলে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা সকলেই স্বীকার করেছেন যে কাজের সন্ধানে তারা অবৈধভাবে ভারতে এসেছিলেন। ভগবানগোলায় ধৃত ব্যক্তিও একই কথা স্বীকার করেছেন। ভগবানগোলার এসডিপিও বিমান হালদার জানিয়েছেন, লালগোলা এবং ভগবানগোলা থানা এলাকা থেকে মোট আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সকলকেই পদ্মাবতন হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে। প্রক্রিয়া চলছে। সামশেরগঞ্জ থানা এলাকায় সীমান্ত পার হওয়ার আগেই আরও দুজন বাংলাদেশি নাগরিক পুলিশের হাাতে ধরা পড়েন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশ ইয়াতে কেন্দ্রীয় জেলাপ্তা মন্ত্রক এবং বিএসএফ কঠোর অবস্থান নিয়েছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে ৪৬৮ একর জমি বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষার জন্য কাটাটারের বেড়াও দেওয়া হচ্ছে এবং নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। তা সত্ত্বেও অনুপ্রবেশের ঘটনা থাখার নাম নিচ্ছে না। একই সঙ্গে এই প্রশ্নও উঠছে যে, বিএসএফের চোখ এড়িয়ে এত লোক কীভাবে ভারতে আসছে এবং তারা কোথা থেকে ভুয়া ভারতীয় পরিচয়পত্র পাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই ঘটনা পুনরায় প্রমাণ করে যে ভারত-বাংলাদেশে সীমান্ত এখনও পুরোপুরি নিরাপদ নয়।

নলহাটিতে এনআইএ-র বড় অভিযান, বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৫ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার নলহাটিতে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) শনিবার একটি অভিযানে নিউটাউন থেকে এনআইএ-র একটি বিশেষ দল রওনা হয়। স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে দলটি নলহাটির চিহ্নিত এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। দীর্ঘ তল্লাশির পর ঘটনাস্থল থেকে ২০ বস্তা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং বেশ কয়েকটি ডেটোনেটর উদ্ধার করা হয়। অভিযান চলাকালীন এক সন্দেহভাজনকেও হেফাজতে নেওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তার

বক্তব্যে সঙ্গতি আছে বলে গ্রেফতার করা হয়। তবে তদন্তের স্বার্থে আপাতত তার নাম প্রকাশ করা হয়নি। ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা জানার চেষ্টা করছেন যে এই বিস্ফোরক সামগ্রীর পেছনে কারা রয়েছে, কোথা থেকে এগুলো আনা হয়েছিল এবং কী উদ্দেশ্যে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী কেবল বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য রাখা হয়েছিল, নাকি এর পেছনে কোনো বড় অপরাধমূলক বা শাসকতামূলক কাজ ছক ছিল, এনআইএ সেই দিকটিও খতিয়ে দেখছে। উদ্ধার হওয়া অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং ডেটোনেটর ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হতে পারে। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট মূলত সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে খনি ও

বক্তব্যে সঙ্গতি আছে বলে গ্রেফতার করা হয়। তবে তদন্তের স্বার্থে আপাতত তার নাম প্রকাশ করা হয়নি। ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা জানার চেষ্টা করছেন যে এই বিস্ফোরক সামগ্রীর পেছনে কারা রয়েছে, কোথা থেকে এগুলো আনা হয়েছিল এবং কী উদ্দেশ্যে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী কেবল বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য রাখা হয়েছিল, নাকি এর পেছনে কোনো বড় অপরাধমূলক বা শাসকতামূলক কাজ ছক ছিল, এনআইএ সেই দিকটিও খতিয়ে দেখছে। উদ্ধার হওয়া অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং ডেটোনেটর ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হতে পারে। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট মূলত সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে খনি ও

মিথ্যা মামলা করে লালঝান্ডাকে শেষ করা যাবে না, বিজেপিকে নিশানা সেলিমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারকইপুর, ২৫ জুলাই : রাজ্যে ভূগমূল সরকার যেমন মিথ্যা মামলা করেছে সিপিএমের বিরুদ্ধে, বিজেপি সরকারও একই ভাবে মিথ্যা মামলা করছে সিপিএম নেতাদের বিরুদ্ধে। তবে মিথ্যা মামলা করে সিপিএমের লাল ঝান্ডাকে শেষ করতে মমতা পারেনি, বর্তমান সরকারও পারবে না। এভাবেই শনিবার বিকেলে বারকইপুরে সিপিএমের প্রতিবাদ মিছিল থেকে সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। একই ভাবে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীও তোপ দেগেলেন সরকারের বিরুদ্ধে। বারকইপুরের সূর্যপুর্বে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দু সপ্তাহ আগেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। পিটিয়ে খুন করা হয়েছে ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল নামে এক যুবককে। ঘটনার দিন এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। সেই সময় সিপিএম নেতা লাহেইক আলি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে নাবালিকা হত্যার ন্যায় বিচারের দাবিতে সরব হয়েছিলেন। সেই লাহেইক আলিই পুলিশ এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেফতার করে। লাহেইককে মিথ্যা মামলায় পুলিশ গ্রেফতার করেছে, তাকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে বলে এদিন প্রতিবাদ মিছিল করে সিপিএম। বারকইপুর পদ্মপুকুর থেকে রথচড়কবন পর্যন্ত চলে এই মিছিলেও প্রতিবাদ মিছিল। সেই মিছিল শেষে এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে একের পর এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ান সেলিম, সুজনরা। এদিনের মিছিলে আরও উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ, রবিন দেব, সাইন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহালের গোলে মরশুমের প্রথম ডার্বি মোহনবাগানের

মোহনবাগান সুপার জায়ন্ট - ১ (সাহাল আবদুল সামাদ, ৫২') ইস্টবেঙ্গল এফসি - ০

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকতা, ২৫ জুলাই : কলকাতা ডার্বি মানেই আবেগ, ইতিহাস, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর গ্যালারিভিভি উদ্‌দামনা। নতুন ফুটবল মরশুমের শুরুতেই ডুরান্ড কাপের মধ্যে সেই চিরচেনা মহারণ আবারও উপহার দিল দুই প্রধান। তবে লড়াই জমলেও শেষ হাসি হাসল মোহনবাগান সুপার জায়ন্ট। সাহাল আবদুল সামাদের দ্বিতীয়ার্ধের একমাত্র গোলে ১-০ ব্যবধানে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে মরশুমের প্রথম ডার্বি নিজেদের করে নিল সবুজ-মেরুন শিবির। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত এই হাইডোল্টেজ ম্যাচে দুই দলই বিদেশি ফুটবলার ছাড়া প্রথম একাদশ নামায়। দুই দলের নতুন কোচ-মোহনবাগানের প্যারাজিওটিস দিলস্পেরিস এবং ইস্টবেঙ্গলের অস্ট্রেলিও হাবাস-দু'জনের কাছেই প্রস্তুতির সময় ছিল সীমিত। ফলে ম্যাচের শুরু থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, দলগত বোঝাপড়া এবং ম্যাচ ফিটনেস এখনও পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। তবুও ডার্বির তীব্রতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহে কোনও কমতি ছিল না। প্রথমার্ধে বল দখল এবং আক্রমণ তৈরির ক্ষেত্রে মোহনবাগান কিছুটা

এগিয়ে থাকলেও গোলের পরিস্থর সুযোগ খুব বেশি তৈরি করতে পারেনি কোনও দলই। মাঝমাঠে লড়াই ছিল সমানে সমান, তবে

মোহনবাগান ফুটবলাররা পেনাল্টির জোরালো আবেদন জানান। তবে ম্যাচ রেফারি সেই আবেদন খারিজ করে থেলা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ

কাজে লাগিয়ে কিয়ান নাসিরি ডানদিক দিয়ে বঙ্গে ঢুকে বল বাড়িয়ে দেন মনবীর সিংয়ের দিকে। মনবীরের স্পর্শে বল পৌঁছে যায় দ্বিতীয়

বিদেশি মিডফিল্ডার মহম্মদ রশিদ এবং উইঙ্গার পিভি বিশ্বকে। পরে আক্রমণ আরও শক্তিশালী করতে নামেন নতুন বিদেশি ডানি রামিরেজও। পাশ্া জবাবে মোহনবাগান কোচ প্যারাজিওটিস দিলস্পেরিসও নতুন বিদেশি ডেজান ড্রাজিচকে মাঠে নামান। মাঝমাঠে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে দীপক টারির্কেও ব্যবহার করেন তিনি। শেষে আধঃখণ্ডায় ইস্টবেঙ্গল কার্যত একের পর এক আক্রমণে মোহনবাগান রক্ষণকে চাপে ফেলে দেয়। কিছু সেই সময় সবুজ-মেরুনের ত্রাতা হয়ে ওঠেন গোলরক্ষক বিশাল কইখা। ম্যাচের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলিতে অসাধারণ সেভ করে তিনি দলের জয় নিশ্চিত করেন। প্রথমে পিভি বিশ্বর নিচু শট শরীর ছুড়ে রুখে দেন বিশাল। এরপর লালচুন্নুদ্বার জোয়ালো প্রচেষ্টাও দক্ষতার সঙ্গে আটকে দেন তিনি। ম্যাচের অষ্টম মুহূর্তে মহম্মদ রশিদের শক্তিশালী শটেও দুর্দান্ত প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে বল বাড়িয়ে পাঠান মোহনবাগান গোলরক্ষকা ৮০ মিনিটে রশিদের আরেকটি সুযোগ অল্পের জন্য বারের উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। শেষদিকে ডানি রামিরেজের ক্লিক ক্রসবারে লেগে ফিরে আসায় ভাগ্যও সঙ্গ দেয়নি লাল-হলুদ শিবিরকে।



নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (হি.স.)ঃ গ্লাসগোতে আয়োজিত ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের প্রথম পদক জয় করেছেন বাবু কুমার। পুরুষদের হেভিওয়েট প্যারা পাওয়ারলিফটিংয়ের ফাইনালে তিনি ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন। বিহারের নালন্দা জেলার বাসিন্দা বাবু কুমার দ্বিতীয় রাউন্ডে ১৯০ কেজি ওজন তুলে ১৩০ দশমিক ৯ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থান তথা পদক জয় নিশ্চিত করেন। গ্লাসগোতে আয়োজিত ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসের পুরুষদের হেভিওয়েট প্যারা পাওয়ারলিফটিং ইভেন্টে ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জ পদক জয় করে ভারতের পদক জয়ের খাতা খোলার জন্য প্যারা পাওয়ারলিফটার বাবু কুমারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, তাঁর এই সাফল্য অসীম শক্তি, অটল সংকল্প এবং বছরের পর বছর ধরে করা শৃশৃঙ্খল প্রচেষ্টার এক বলিষ্ঠ প্রতিক্ষণ। সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তিনি সমগ্র দেশকে গর্বিত করেছেন এবং অসংখ্য ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করেছেন।

ফর্মে ফিরল টিম ইন্ডিয়া, ঈশানদের ব্যাটে প্রথম সিরিজ জয়



ভারতঃ ২১৯/৫ (ঈশান ৮১, তিলক ৬০, মুজারবানি ৩৬/১) জিম্বাবোয়েঃ২১৯/১০ (বেনেট ৩২, অভিষেক ১৭/৩, প্রিন্স ১০/২)

ভারত ৯০ রানে জয়ী

২৫ জুলাই : ইংল্যান্ড-আয়ারল্যান্ডে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হারা। ইউরোপের মাটিতে থই খুঁজে পায়নি অধিনায়ক শ্রেয়সার। আর অধিনায়ক হিসেবে প্রথম সিরিজ জয়ের স্বাদ পেলেন তিনি। গম্ভীর বদলে জিম্বাবোয়েতে ভারতীয় দলের কোটিং সামলাচ্ছেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। নতুনরা যেমন সুযোগ পাচ্ছেন, তেমনই অতি পরীক্ষানিরীক্ষাও করছেন না। এদিন হারারেতে শুধু অশোক শর্মার বদলে অভিষেক হল যশ ঠাকুরের। টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন জিম্বাবোয়ে অধিনায়ক সিকান্দর রাজা। তবে এদিন আর বৈভবের ব্যাটে বিক্ষোভগ্র দেখা যায়নি। ৯ বলে ২০ করে আউট হয় সে। অভিষেক শর্মাও (৮) রান পাননি। শ্রেয়স আছির (২৫) ভালো শুরু করেও বেশিদূর ইনিংস নিয়ে যেতে পারেননি। তবে ঈশান কিষানা তো আহেনা। গত এক বছরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তাঁর থেকে বেশি রান কেউই করতে পারেননি। সেই ফর্ম অব্যাহত রইল জিম্বাবোয়েতেও। ৪৪ বলে ৮১ রান করে যান তিনি। ব্যাট থেকে আসে ৯টা চার, ২টো ছক্কা। জিম্বাবোয়ে বোলারদের এমন শক্তি নেই যে তারা ঈশানদের থামাবেন। অন্যদিকে তাণ্ডব চালান তিলক বর্মা। ২৯ বলে ৬০ রানের অপরাধিত ইনিংস খেলে যান তিনি। মারেন ৫টি চার ও তিনটে ছক্কা। শেষমেশ ৫ উইকেট হারিয়ে ২১৯ রান তোলে ভারত। ভারতের বোলিং তরুণ-অনভিজ্ঞ হলেও জিম্বাবোয়ের পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী। শুরুর দিকে ব্রায়ান বেনেট কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন। ১৯ বলে ৩২ রান করেন তিনি। তারপর শুধু যাওয়া-আসা। জিম্বাবোয়ের ইনিংস গুটিয়ে যায় মাত্র ১২৯ রানে। যশ ঠাকুর ও প্রিন্স যাদব ২টো করে উইকেট তোলেন। অধিনায়ক সিকান্দর রাজা খাতা খুলতে পারেননি। ওয়েস্ট ইন্ডিসের ২৪ রান করেন। শেষের দিকে এসে অভিষেক শর্মাও হাত ঘুরিয়ে ৩টে উইকেট তোলেন। ভারত ম্যাচ জেতে ৯০ রানের বিরাট ব্যবধানে। তিন ম্যাচের সিরিজের দু'টিতে জিতে সিরিজ পকেটে ভরল টিম ইন্ডিয়া। ইংল্যান্ড-আয়ারল্যান্ডে হারের জ্বালা মিটবে না হয়তো। তবে কিছুটা স্বস্তি পাবেন শ্রেয়সরা।

ভারতে অ্যাশেজ আয়োজনের ভাবনায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

মুম্বই, ২৫ জুলাই : বিশ্ব ক্রিকেটে টেস্টের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী দ্বৈরথ হিসেবে পরিচিত অ্যাশেজ সিরিজ। প্রায় দেড়শো বছরের ইতিহাস বহন করা অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের এই লড়াই অস্ট্রেলিয়ার দুই দেশের মাটিতেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে সেই দীর্ঘদিনের প্রথায পরিবর্তন আসতে পারে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এমন একটি পরিকল্পনা নিয়ে ভাবছে, যেখানে অ্যাশেজ সিরিজের এক বা একাধিক টেস্ট নিরপেক্ষ ভেনুতে আয়োজন করা হতে পারে। আর সেই সম্ভাব্য ভেনুগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ভারত। ভারতের বিশাল ক্রিকেট বাজার, বিপুল দর্শকসংখ্যা এবং বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগাতেই এই ভাবনা বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি বিগ ব্যাশ লিগের উদ্বোধনী ম্যাচ ভারতে আয়োজনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার অ্যাশেজ সিরিজের ম্যাচ ভারতের মাটিতে আয়োজনের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী টড গ্রিনবার্গ সম্প্রতি বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, বিষয়টি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনায় রয়েছে। তাঁর কথায়, ভারতে

অ্যাশেজ সিরিজের একটি বা দুটি টেস্ট আয়োজন করা যায় কি না, সেই সম্ভাবনা বোর্ড খতিয়ে দেখছে। তবে এ বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। বোর্ডের পরিচালকদের অনুমোদন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার পরই ভবিষ্য পরিকল্পনা এগোবে। গ্রিনবার্গ স্পষ্ট করেছেন, এই মুহূর্তে বিষয়টি নিয়ে অতিরিক্ত প্রত্যাশা তৈরি করার সুযোগ নেই। তাঁর মতে, ২০২৭ সালের আগে এমন কোনও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সূচি দীর্ঘদিন আগেই নির্ধারিত থাকে এবং নতুন কোনও আয়োজন যুক্ত করতে গেলে একাধিক ক্রিকেট বোর্ড, আইসিসি এবং সম্প্রচারকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় প্রয়োজন হয়। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার এই পরিকল্পনার পিছনে শুধু আর্থিক লাভ নয়, টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্য নিয়েও বড় ভাবনা রয়েছে। গ্রিনবার্গের মতে, বর্তমান সময়ে ভারত, ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়াই টেস্ট ক্রিকেটের সবচেয়ে শক্তিশালী তিনটি কেন্দ্র। এই তিন দেশের পারস্পরিক

সহযোগিতা থাকলে টেস্ট ক্রিকেটকে আরও জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, টেস্ট ক্রিকেটের দর্শকসংখ্যা ধরে রাখতে এবং নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে নতুন ধরনের উদ্যোগ প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যই বিকল্প ভেনুতে ঐতিহাসিক সিরিজ আয়োজনের বিষয়টি

সূরে বলেন, ক্রিকেটের জন্য যদি বছরে আরও এক-দু'মাস অতিরিক্ত সময় পাওয়া যেত, তাহলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অনেক সহজ হতো। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে টি-টোয়েন্টি লিগের জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে পাঁচ দিনের টেস্ট ক্রিকেটকে আকর্ষণীয় রাখতে ক্রিকেট প্াশ'স ক'দ'র নতুনভাবে ভাবতেই হবে। নিরপেক্ষ ভেনুতে অ্যাশেজের মতো ঐতিহ্যবাহী সিরিজ আয়োজন করলে শুধু নতুন বাজারই তৈরি হবে না, সম্প্রচার স্বত্ব, স্পনসরশিপ এবং দর্শক উপস্থিতির দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য আর্থিক সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। ভারত এই পরিকল্পনার জন্য স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিকল্প। কারণ, বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট দর্শকগোষ্ঠী রয়েছে ভারতে। ভারতীয় সমর্থকদের মধ্যে অ্যাশেজের জনপ্রিয়তাও যথেষ্ট। ফলে ভারতের কোনও বড় স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের টেস্ট ম্যাচ হলে তা যিরে ব্যাপক উসাহ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে সম্প্রচার বাজার

থেকেও বিপুল আয় হতে পারে। তবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে গেলে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের সম্মতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি আইসিসির সূচি, খেলোয়াড়দের বিশ্রাম, সম্প্রচার চুক্তি এবং আয় বন্টনের মতো একাধিক জটিল বিষয়ও সামান্য করতে হবে। ফলে বিষয়টি সহজ হবে না বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। উল্লেখ্য, আগামী মার্চে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে প্রথম টেস্ট ম্যাচ আয়োজনের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড একটি বিশেষ দিন-রাতের টেস্ট খেলবে। যদিও সেটি অ্যাশেজ সিরিজের অংশ নয়, তবুও ঐতিহাসিক এই ম্যাচের পরই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ভবিষ্যতের টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে আরও নতুন পরিকল্পনা সামনে আনতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। সব মিলিয়ে, ভারতে অ্যাশেজ আয়োজনের ভাবনা এখনও প্রাথমিক স্তরে থাকলেও এই প্রস্তাব আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নতুন আলোচনা শুরু করেছে। যদিও সেটি ভবিষ্যতেই হবে।

হার্দিك পাণ্ডিয়াকে ঘিরে ট্রেড জল্পনা তুঙ্গে

মুম্বই, ২৫ জুলাই : আইপিএলের দুই অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (এমআই) এবং চেন্নাই সুপার কিংস (সিএসকে)-কে ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। আগামী আইপিএল মরশুমের আগে দুই দলের মধ্যে বড়সড় ট্রেড চুক্তি হতে পারে বলে একাধিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। সেই সম্ভাব্য চুক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়া। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ খোলেনি, তবুও ক্রিকেট মহলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ক্রমশ জোরদার হচ্ছে।২০২৬ সালের আইপিএল শেষ হওয়ার পর থেকেই দল পুনর্গঠনের কাজে নেমেছে প্রায় সব ফ্র্যাঞ্চাইজিই। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও তার ব্যতিক্রম নয়। গত মরশুমের প্রত্যাশিত সাফল্য না পাওয়ায় দলের পারফরম্যান্স এবং নেতৃত্ব-দুই নিয়েই পর্যালোচনা চলছে বলে খবর। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স গত আইপিএলে পয়েন্ট তালিকার নবম স্থানে শেষ করে, যা তাদের সমর্থকদের কাছে হতাশাজনক ছিল। এই ফলাফলের পর অধিনায়ক হিসেবে হার্দিক পাণ্ডিয়ার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। উল্লেখ্য, রোহিত শর্মার পরিবর্তে হার্দিককে অধিনায়ক ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত শুরু থেকেই ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। সেই সময় সমর্থকদের একাংশের তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছিল হার্দিককে। যদিও সময়ের সঙ্গে সেই বিতর্ক অনেকটাই স্তিমিত হয়েছে, তবে দলের ধারাবাহিক সাফল্য ফিরিয়ে আনতে না পারায় তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা এখনও থামেনি। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে ট্রেড করা হতে পারে বলেই জল্পনা তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের দাবি, রয্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেক্সলুরু এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বাদে প্রায় সব ফ্র্যাঞ্চাইজিই হার্দিককে দলে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। সূত্রের খবর, প্রাথমিকভাবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স হার্দিকের বদলে সিএসকে'র তরুণ ব্যাটার আয়ুষ মার্ডে এবং অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার শিবম দেবকে দলে নিতে চেষ্টাছিল। কিন্তু চেন্নাই নাকি আয়ুষ মার্ডেকে ছাড়তে রাজি হয়নি। এরপর আলোচনায় আসে দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ ব্যাটার ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের নাম। এক সময় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সদস্য থাকা ব্রেভিস বর্তমানে চেন্নাইয়ের হয়ে খেলছেন। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, তাঁকে ট্রেডের অংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে সিএসকে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কিছু বিষয় খতিয়ে দেখতে চাইছে। গত আইপিএলে ব্রেভিসের পারফরম্যান্স খুব একটা নজরকাড়া ছিল না। আটটি ম্যাচে তিনি ১৫১ রান করেছিলেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেও তাঁর পারফরম্যান্স ওঠানামা করেছে। গত বছরে তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ১৭৬.৪২, যা এ বছর কমে দাঁড়িয়েছে ১৪৫.২২-এ। চলতি বছরে ১১টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তিনি করেছেন ২২৮ রান। ফলে তাঁর সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়ে কিছুটা সতর্ক অবস্থান নিয়েছে চেন্নাই শিবির। জানা গিয়েছে, বর্তমানে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত 'হান্ড্রেড' প্রতিযোগিতায় এমআই লন্ডনের হয়ে খেলছেন ব্রেভিস। এই টুর্নামেন্টে তাঁর পারফরম্যান্সের উপর নজর রাখছে সিএসকে। সেখানে তিনি প্রত্যাশামতো খেলতে পারলে সম্ভাব্য ট্রেড নিয়ে আলোচনায় নতুন গতি আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে গোটা বিষয়টি এখনও সম্পূর্ণ জল্পনার পর্যায়ে রয়েছে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বা চেন্নাই সুপার কিংস-কোনও পক্ষই এখনও পর্যন্ত সম্ভাব্য ট্রেড নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিবৃতি দেয়নি। ফলে হার্দিক পাণ্ডিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কী হবে, তা জানতে অপেক্ষা করতেই হবে। তবে আইপিএলের পরবর্তী মরশুমের আগে এই সম্ভাব্য ট্রেড যে ক্রিকেট মহলের অন্যতম আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

২০৩০ বিশ্বকাপের ফাইনাল কোথায় ?

বিশেষ প্রতিবেদক : ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে ২০৩০ সালের আসর হতে চলছে এক বিশেষ মহিলাফলা প্রথম বিশ্বকাপ আয়োজনের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে এবার এক অভিনব সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফিফা। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুটবল প্রতিযোগিতাটি প্রথমবারের মতো তিনটি মহাদেশ এক ছয়টি দেশে অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজক দেশ হিসেবে রয়েছে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, স্পেন, পর্তুগাল এবং মরক্কো। ফলে ফাইনাল আয়োজনের সম্ভাব্য দাবিদারও মূলত এই তিন দেশ। যদিও বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিকটােমা, স্টেডিয়ামের মান এবং আন্তর্জাতিক ফুটলে সাম্প্রতিক সাফল্যের বিচারে স্পেন ও মরক্কোই সবচেয়ে শক্তিশালী দাবিদার হিসেবে উঠে এয়েছে। স্পেনের দাবি, বিশ্বকাপের ফাইনালের মতো মর্যাদাপূর্ণ ম্যাচ আয়োজনের জন্য তাদের কাছে এই মর্যাদাপূর্ণ ম্যাচ আয়োজনের দৌড় ইতিমধ্যেই তীব্র হয়ে উঠেছে। ফিফার পরিকল্পনা অনুযায়ী, ১৯৩০ সালের প্রথম বিশ্বকাপের স্মৃতিতে সম্মান

জানিয়ে উদ্বোধনী তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণ আমেরিকার তিন দেশ- আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে এবং প্যারাগুয়েতে। এরপর বাকি পুরো টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলি হবে ইউরোপ ও আফ্রিকার তিন আয়োজক দেশ স্পেন, পর্তুগাল এবং মরক্কো। ফলে ফাইনাল আয়োজনের সম্ভাব্য দাবিদারও মূলত এই তিন দেশ। যদিও বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিকটােমা, স্টেডিয়ামের মান এবং আন্তর্জাতিক ফুটলে সাম্প্রতিক সাফল্যের বিচারে স্পেন ও মরক্কোই সবচেয়ে শক্তিশালী দাবিদার হিসেবে উঠে এয়েছে। স্পেনের দাবি, বিশ্বকাপের ফাইনালের মতো মর্যাদাপূর্ণ ম্যাচ আয়োজনের জন্য তাদের কাছে এই মর্যাদাপূর্ণ ম্যাচ আয়োজনের দৌড় ইতিমধ্যেই তীব্র হয়ে উঠেছে। ফিফার পরিকল্পনা অনুযায়ী, ১৯৩০ সালের প্রথম বিশ্বকাপের স্মৃতিতে সম্মান

এই ঐতিহাসিক মাঠে ১৯৮২ সালের বিশ্বকাপের ফাইনালও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সাম্প্রতিক সংস্কারের পর স্টেডিয়ামটি আরও আধুনিক প্রযুক্তি ও সুযোগ-সুবিধায় সজ্জিত হয়েছে। পাশাপাশি বার্সেলোনার নতুনভাবে নির্মায়মাণ ন্যু ক্যাম্পও বিশ্বমানের স্টেডিয়াম হিসেবে প্রস্তুত হচ্ছে। স্পেনের মতে, এমন দুটি আন্তর্জাতিক মানের ভেন্যু থাকায় তাদের দাবিই সবচেয়ে শক্তিশালী। এর পাশাপাশি সাম্প্রতিক সাফল্যের বিচারে স্পেন ও মরক্কোই সবচেয়ে শক্তিশালী দাবিদার হিসেবে উঠে এয়েছে। স্পেনের দাবি, বিশ্বকাপের ফাইনালের মতো মর্যাদাপূর্ণ ম্যাচ আয়োজনের জন্য তাদের কাছে এই মর্যাদাপূর্ণ ম্যাচ আয়োজনের দৌড় ইতিমধ্যেই তীব্র হয়ে উঠেছে। ফিফার পরিকল্পনা অনুযায়ী, ১৯৩০ সালের প্রথম বিশ্বকাপের স্মৃতিতে সম্মান

